জুরাসিক
পার্ক

বাংলাদেশের সকল কিণ্ডারগার্টেন স্কুল, প্রাইমারী স্কুলে পাঠ্য উপযোগী এবং উপহারের সেরা গল্প গ্রন্থরূপে অনুমোদনযোগ্য।

মাইকেল ক্রিকটন

অবলম্বনে

সুবর্ণ বইঘর, ঢাকা-বাংলাদেশ

প্রকাশনায় ঃ সুবর্ণ বইঘর, ৩৪/১. নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা—১১০০।
প্রকাশকাল ঃ ঢাকা বইমেলা—১৯৯৮ ইং। মুদ্রণে ঃ সোসাইটি প্রেস, জিন্দাবাহার ১ম লেন, ঢাকা।
দাম ঃ ৬০·০০ টাকা মাত্র।
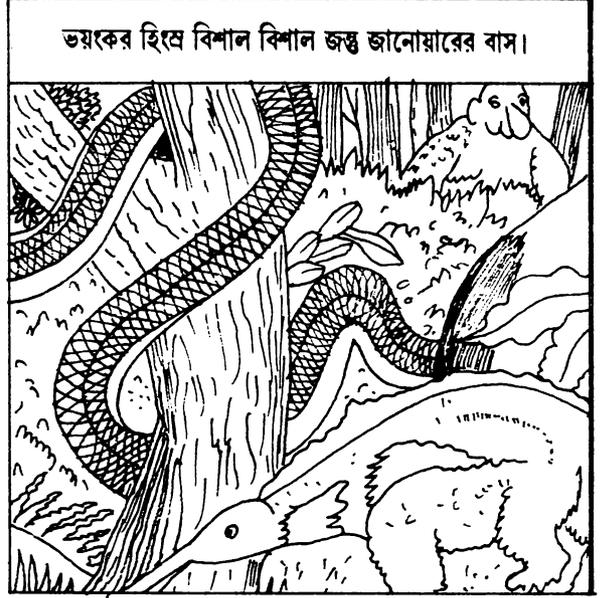
তারই মধ্যে ছিল ডাইনোসরেরা

এই যুগটাকে বলা হত জুরাসিক যুগ। আর এই যুগেই সব থেকে ভয়ংকর প্রাণী ছিল ডাইনোসর। এদের দুভাগে ভাগ করা যায়—মাংসাশী ও নিরামিষাশী। মাংসাশীদের প্রধান খাদ্য জ্যান্ত প্রাণীর দেহ। এরাই হচ্ছে টিরানোসরাস।
আর ছিল নিরামিষাশী ব্র্যাকিওসরাসের দল। এরা গাছের পাতা আর কচি ডালপালা খেয়ে পেট ভরাত।
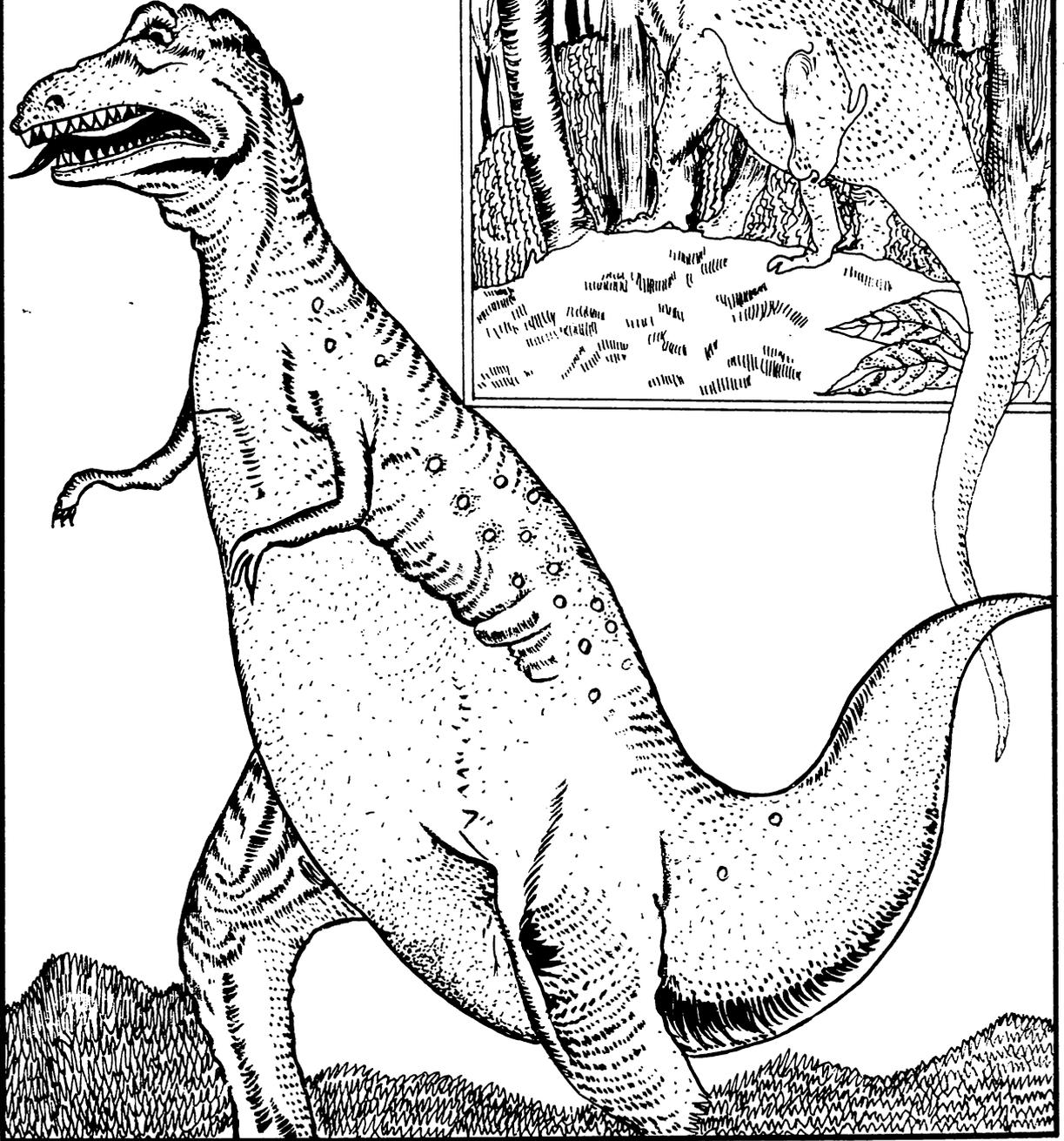
একদিন একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটল।
একটা মশা উড়ছিল তার নিজের মনে…
বড্ড খিদে পেয়েছে। একটু রক্ত না পেলে…
আরে একটা ব্র্যাকিওসরাস না! অনেক রক্ত আছে গায়ে।
প্রচুর ডালপালা খেয়ে ঘুমে চোখ জুড়িয়ে আসছিল ব্র্যাকিওসরাসটার। সামনেই একটা নদী দেখে সে এগিয়ে গেল।
ঠান্ডা জলে শরীর ডুবিয়ে দিল আর মশাটাও নিশ্চিন্ত মনে গিয়ে বসল ওর পিঠে। হুল ফুটিয়ে শুরু করল রক্ত খাওয়া।
এদিকে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আসার সময় ব্র্যাকিওসরাসের গায়ের ঘষ্টানিতে একটা গাছের ছাল উঠে আঠালো রস গড়াচ্ছিল। মশাটা উড়ে গিয়ে বসবি তো বস ঠিক সেই ছাল ওঠা জায়গায়।
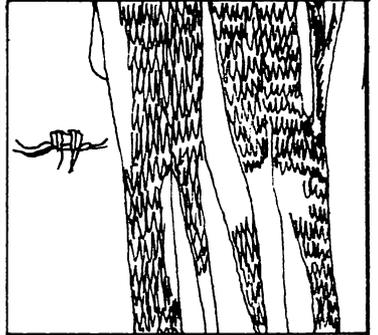
একপেট রক্ত খেয়ে মশাটার হুঁসই ছিল না গড়ানো রসটা তার দিকে নেমে আসছে।
একসময় রসটা নেমে এসে মশাটাকে গ্রাস করে নিল।
তারপর কেটে গেছে বহু কোটি বছর। রক্ত সমেত মশার দেহটা আটকে রইল জমাট আঠার মধ্যে।
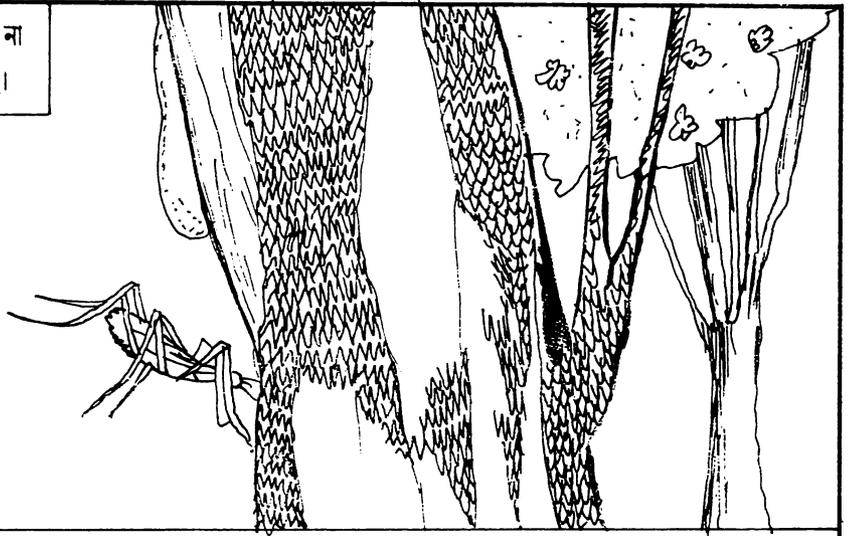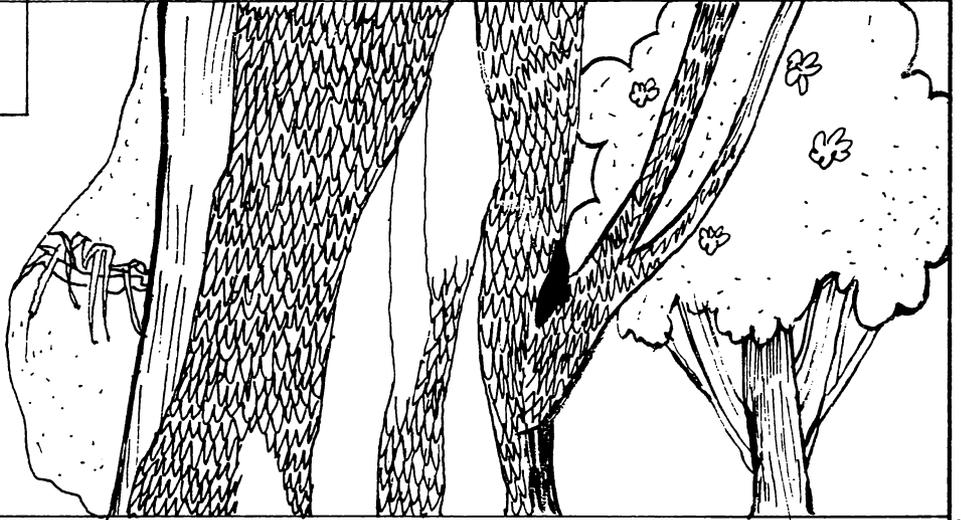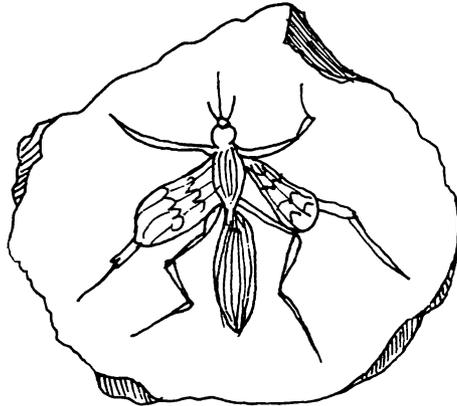
জীবাশ্মবিদ ড. অ্যালান গ্রান্ট মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে পেয়েছেন একটা চোয়ালের হাড়। ফসিল হয়ে যাওয়া ডাইনোসরের চোয়াল। দাঁতগুলো এক ইঞ্চি লম্বা কড়ে আঙুলের মতো সরু।
মনে হচ্ছে বাচ্চা ডাইনোসরের চোয়াল। সম্ভবত সাত-আট কোটি বছর আগে মারা গিয়েছিল…দুষ্প্রাপ্য
অ্যালান, অ্যালান…
এক ভদ্রলোক তোমার খোঁজ করছেন।
ঠিক আছে ওকে বসাও। আমি আসছি।
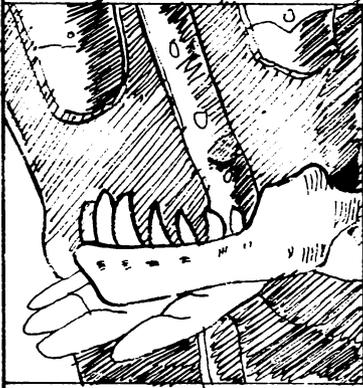
আমি বব মরিস। সানফ্রানসিসকো থেকে আসছি।
নিশ্চয়ই, এখানে গরমটা খুব বেশী না?
আপনাকে খুব ক্লান্ত লাগছে। মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে আসছেন...একটু বিয়ার খাবেন তো?
হুঁ, একশো ডিগ্রিতে বসে কাজ করতে হয়।
এলি স্যাটলার। আমার সহকর্মী। খুবই কাজের মেয়ে, ওইতো বাঁচিয়ে রেখেছে আমার খোঁড়াখুঁড়ির কাজ।
মহিলাকে চিনলাম না। উনি কি...
আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন আমি এখানে কেন?
হ্যাঁ, এখানে আসাটা খুবই কষ্টকর।
মি. হ্যামন্ডকে আপনি নিশ্চয়ই চেনেন।
হ্যাঁ, মি. হ্যামন্ড একটা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা। আমার এই খননকার্যের জন্য ঐ সংস্থা বছরে ত্রিশ হাজার ডলার পারিশ্রমিক দেন।
এই সংস্থা সম্বন্ধে আপনি আর কি জানেন?

ডাইনোসরদের নিয়ে এদের এত মাথাব্যথা কেন? আপনার কি কোন ধারণা আছে?
প্রধানতঃ এরা ডাইনোসরের ওপর রিসার্চ করছে। আলবার্তোর বব কেবী আর আলাস্কার জন ওয়েলারকেও এরা মদত দেয়।
বুড়ো হ্যামন্ড একজন ডাইনোসর পাগল।
ওর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় হয়েছে।
একবার কি দুবার। অধিকাংশ ধনী লোকের মত খামখেয়ালি। তবে বেশ উৎসাহী লোক।
তাহলে ওদের সম্বন্ধে আমার ধারণার কিছু কথা বলি—হ্যামন্ড সংস্থা এবং তার কাজকর্ম খুবই রহস্যময়। মজার ব্যাপার কি জানেন…
এটা দেখুন। পৃথিবীর মানচিত্রে এটা একটা জেরক্স কপি। লাল দাগ দেওয়া জায়গাগুলো লক্ষ্য করুন। কিছু মনে হচ্ছে? গত বছরেও এরা খোঁড়াখুঁড়ি করেছে...আর সবকটাই শীতপ্রধান দেশে।
শীতপ্রধান দেশে? শীতের দেশে তো ডাইনোসরদের থাকার কথা নয়।

আশ্চর্য! ডাইনোসর রিসার্চগুলো তো গরমের জায়গাতেই হওয়া উচিত।
মান্টানা, আলাস্কা, কানাডা, সুইডেন এগুলো সব কিন্তু শীতপ্রধান জায়গা। ডাইনোসর রিসার্চের জন্য হ্যামন্ড কিন্তু এইসব শীতপ্রধান অঞ্চলকে বেছে নিয়েছেন—কেন?
আরও আছে। ডাইনোসরের সঙ্গে "অ্যাম্বার"-এর কি সম্পর্ক?
অ্যাম্বার!
হ্যাঁ, পীত রংয়ের তৈলস্ফটিক।
জানি শুকিয়ে যাওয়া গাছের রস থেকে তৈরী। হঠাৎ এ প্রশ্ন করছেন কেন?
কারণ গত পাচ বছর ধরে আমেরিকা, ইউরোপ আর এশিয়ার নানা জায়গা থেকে মি. হ্যামন্ড প্রচুর পরিমাণে অ্যাম্বার সংগ্রহ করে গেছেন। প্রায় সত্তর লক্ষ ডলার খরচ করেছেন। কেন? রাসায়নিক কিছু কাজকর্মে অ্যাম্বার কাজে লাগতে পারে। কিন্তু সেগুলো এমন কিছু মূল্যবান পদার্থ নয়, যে তার জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে জমিয়ে রাখতে হবে।

অ্যাম্বার!
আরো আছে। দশ বছর আগে মি. হ্যামন্ড কোস্টারিকা সরকারের কাছ থেকে কোস্টারিকার পশ্চিম প্রান্তে হাজার মাইল জায়গা নিয়ে একটা দ্বীপ কিনে রেখেছেন। কেন?
আমার জানা নেই।
তাছাড়া আমাদের রেকর্ড বলছে পরামর্শদাতা হিসেবে ইনজেন কম্পানীর কাছ থেকে সম্মানমূল্য হিসেবে বারো হাজার ডলার চেক পেয়েছেন। এই দেখন সেই চেকের জেরক্স কপি।
চেক পেয়েছি। কিন্তু তার সঙ্গে কোস্টারিকা দ্বীপের কী সম্পর্ক?
ইনজেন-এর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হল কেমন করে?
জেনারো বা জেনিনো এই নামের এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেন।
ডোনাল্ড জেনারো··· ইনজেনের আইনজ্ঞ।
হতে পারে। তা এ ভদ্রলোক আমার কাছে জানতে চান ডাইনোসরেরা কি খাওয়া-দাওয়া করে, কেমনভাবে থাকে। এদের বাঁচার জন্য কি পরিবেশ দরকার···এইসব।
উনি কি বলেছিলেন? কেন এ ব্যাপারে ওর এত কৌতূহল?
বাচ্চা ডাইনোসরদের দিয়ে উনি একটা মিউজিয়াম খুলতে চান। যার জন্য জীবাশ্মবিদ হিসেবে আমাকে আর অঙ্কের পন্ডিত টেক্সাসের ইয়ান ম্যালকমকে নিতে চান। সঙ্গে কিছু ইকোলজিস্ট থাকবেন এবং সেইজন্য ডাইনোসরেরা কি পরিবেশে থাকতে ভালবাসে, ওদের সামাজিক আচরণ, কোন খাবারে অভ্যস্থ সব কিছুই খুঁটিনাটি ওদের জানিয়ে দিই।
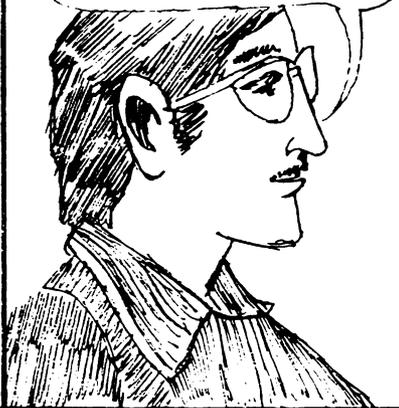
মাঝে মাঝেই উনি আমায় ফোন করতেন। এমন কি গভীর রাতেও। জিজ্ঞাসা ঐ একটাই। মি. হ্যামন্ড সম্পর্কেও ওর কাছ থেকে জেনেছি। তা আপনারা সরাসরি মি. হ্যামন্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।
এই মুহূর্তে পারছি না. মি. হ্যামন্ড এখনও পর্যন্ত বে-আইনী কিছু করেননি। কৌশলে আইন এড়িয়ে চলেছেন—
আমার মনে হয় এতে এত চিন্তার কিছু নেই। সাড়ে ছ কোটি বছর আগে পৃথিবী থেকে ডাইনোসরেরা হারিয়ে গেছে···বোধহয় ওয়াল্ট ডিজনের মতো কিছু একটা অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপার করতে চায়।
হ্যাঁ. আমিও ভাবছি সানফ্রান্সিসকো ফিরে গিয়ে এ নিয়ে তদন্ত বন্ধ করে দেব।
হ্যালো···ড. গ্রান্ট এখন ব্যস্ত আছেন···কি নাম বললেন, এলিস লেভিন। ঠিক আছে, আমি জানিয়ে দেব।
তাহলে আজ আমি চলি। আপনাকে অনেক বিরক্ত করে গেলাম।

একটু ভালো করে লক্ষ্য কর স্যাটলার। যে চোয়ালটা আমরা পেয়েছি সেটা একটা বাচ্চা ভেলোসিরাপ্টরের। আশা করা যাচ্ছে এখান থেকে আমরা আরো বড় কিছু পেতে পারি···
আসতে পারি ড. গ্রান্ট!
কে?
আরে, মি. হ্যামন্ড যে··· আপনি হঠাৎ?
হ্যাঁ, হঠাৎই। অনেক কথা আছে আপনার স । মিস স্যাটলার— আপনারও থাকা দরকার।
আমারও।
মি. মরিস নামে কেউ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?

হ্যাঁ বব মরিস।
লোকটা কেন আমার পেছনে লেগেছে বুঝতে পারছি না।
এমন কি সে ম্যালকমের সঙ্গেও দেখা করেছে। অইনত কোনো অন্যায় করিনি। এমন কিছু তথ্যও তার হাতে নেই— আপনাকে কোন বিরক্ত করেনি তো?
না তেমন কিছু নয়।
ঠিক আছে, ওর বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ নিয়ে আসছি। এবার বলি যে জন্য আসা। পাঁচ-ছ'বছর আগে আমরা একটা দ্বীপ কিনি। নাবলার আইল্যান্ড। সমুদ্রতীর থেকে প্রায় একশ মাইল দূরে। গাছপালায় ভর্তি সুন্দর জায়গা। প্রায় ত্রিশ মাস কাজ করার পর এখন ওটা প্রায় সম্পূর্ণ। আমি চাই আপনারা দুজনে দ্বীপটা দেখতে চলুন।
শুনতে ভালো লাগছে কিন্তু আমার কাজ তো মাঝপথে।
কিন্তু…একটা নতুন ফসিল পাওয়া গেছে। আমরা এখন সেই নিয়েই ব্যস্ত….
আমি জানি আপনার ব্যস্ততার কথা…কিন্তু মাত্র তিনদিন।
এর জন্য আপনার পাওনার অতিরিক্ত ৬০ হাজার ডলার আপনি পাবেন…আসলে আপনার পরামর্শ আমার অত্যন্ত প্রয়োজন।
তুমি রাজি হয়ে যাও গ্রান্ট। খোঁড়াখুঁড়ির কাজে এখন টাকার দরকার…
তা আমাকে কি করতে হবে?
সামান্য কিছু মালপত্র সঙ্গে নেবেন। কাল ঠিক বিকেল পাঁচটায় আমার প্লেন ছাড়বে। আপনারা দুজনে ঠিক সময়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাবেন, ব্যাস…

SOLMON
BAR
RESTORAN
WELCO
হাই নেড্রি।
কে ?
হ্যাল্লো...
ডগসন
না, নাম
ধরে ডাকার
দরকার নেই
ঠিক বলেছেন...খাওয়ার সময়ে আজেবাজে
কথা আমারও ভাল লাগে না...এনেছেন
যা আনার কথা...
হ্যাঁ, সাড়ে সাত লক্ষ ডলার।
বাকীটা জিনিস হাতে এলে।

তোমাকে কখনও অবিশ্বাস করতে পারি! তা বাকীটা কবে দেবে?
জিনিসগুলো ঠিক সময়ে পৌঁছে দেবে। তিনদিন আমরা অপেক্ষা করব। সঙ্গে সঙ্গে বাকী টাকা পেয়ে যাবে। আর যদি…
এবার এটা দেখ।
কি ওটা?
শেভিং ক্রীম নাকি?
হ্যাঁ, ক্রীম—এবার নীচের অংশে গর্তগুলো দেখ।

বুঝতে পারছ কি ভাবে মাল পাচার করবে?
বুঝেছি...কিন্তু, ফ্রিজিংয়ের ব্যাপারটা
কোনো ব্যাপারই নয়...ওর মধ্যেই জিনিস ঠান্ডা রাখার ব্যবস্থা আছে।
দেখো কোথাও কোন ফাঁক না থাকে...তাহলে তোমারও শেষ।
আমার নাম নেদ্রি...কে কাকে শেষ করে এবার দেখবে...কিন্তু
ঐ রাস্কেল হ্যামন্ড...একা সব ভোগ করবে! এবার তোমায় ধনেপ্রাণে শেষ করব... লোভি বুড়ো কোথাকার
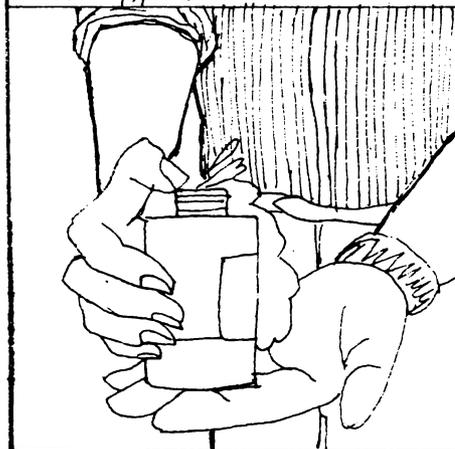
খামখেয়ালী বড়লোকদের আমার একদম ভালো লাগে না। হ্যামন্ড বলল আর আমরাও চলে এলাম।
ঐ তো মি. গ্রান্ট আর মিস স্যাটলার···
উনি দ্বীপ কিনেছেন···তার মধ্যে দেখার বা পরামর্শ দেবার কি আছে তাও বুঝছি না।
হাই মি. গ্রান্ট···এই যে আমরা এই দিকে···
দুঃখিত, একটু দেরি হয়ে গেল। আসুন আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই···
ইনি মি. গ্রান্ট, আর ইনি আমার সহকর্মী ডোনাল্ড জেনারো।
হ্যাল্লো···
হ্যালো···

মিস্টার রেগিস আপনিও উঠে পড়ুন...আধঘন্টার মধ্যেই আমরা এয়ারপোর্ট পৌঁছে যাব।
এখান থেকে এয়ারপোর্ট আধ ঘন্টা। তারপর প্লেনে চার ঘন্টা। ধরুন কাল সকালেই কস্টারিকা।
কস্টারিকা পৌঁছতে কতক্ষণ লাগছে?
মি. হ্যামন্ড আপনি যে দ্বীপটার কথা বলছেন সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই নেই...
ড. গ্রান্ট মাটি খুঁড়ে আপনি একটা ডাইনোসরের চোয়াল পেয়েছেন। আমি যা দেখাব তাতে আপনি তাজ্জব হয়ে যাবেন।

আমরা
এসে গেছি।

হ্যাঁ, আমার স্বপ্নের
দ্বীপ। আইলা নুবলা।
বা! ভারি
সুন্দর জায়গা
স্যার। আমি জন।
এদিকে আসুন।

আপনাদের জীপ রেডি
আরে ওটা কী?
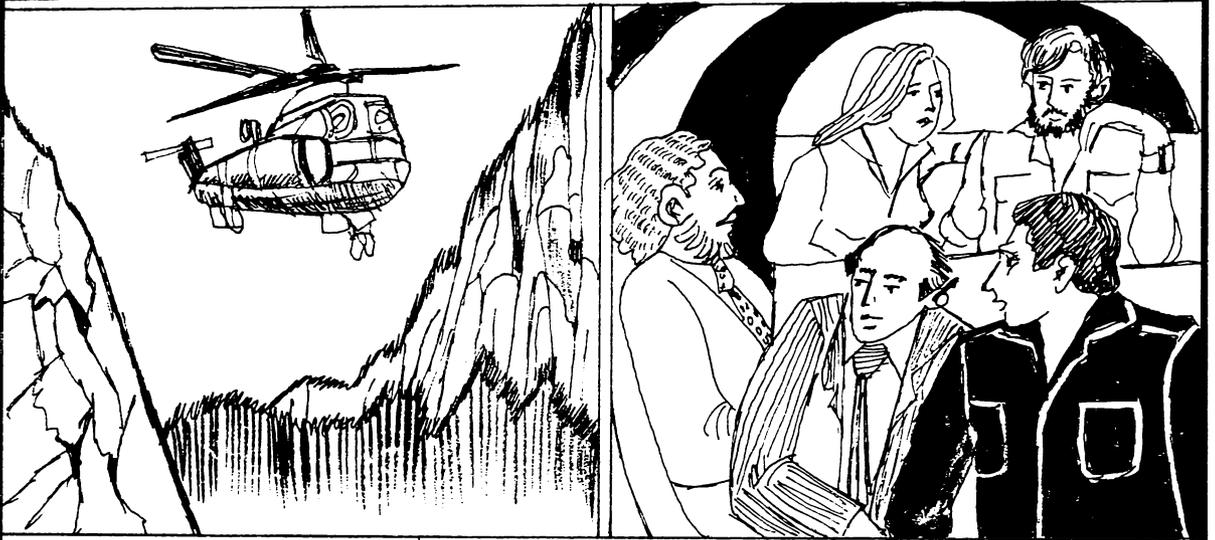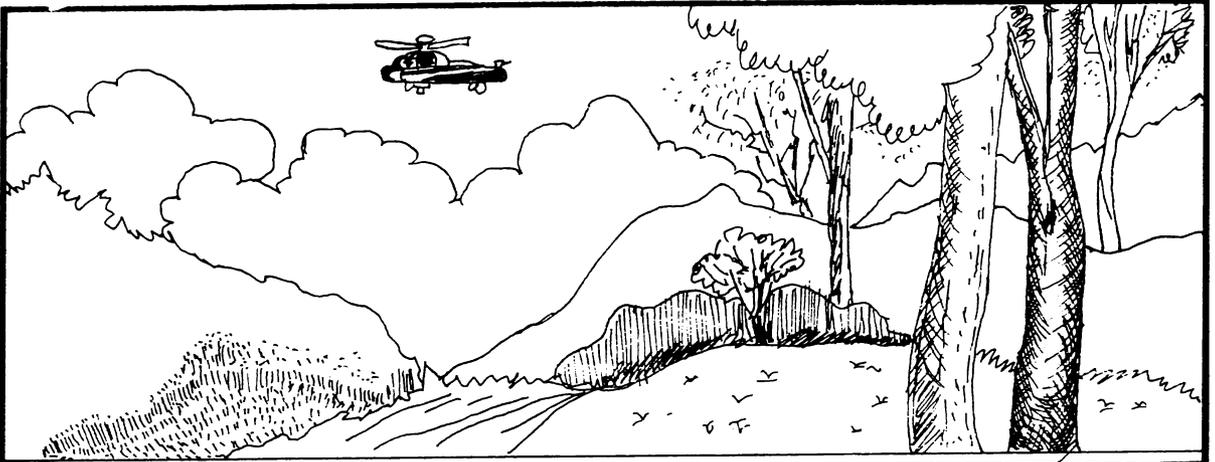
এ তো ডাইনোসর!
হ্যাঁ, জ্যান্ত ডাইনোসর বংশের প্রজাতি— ব্যাকিওসরস।
বিংশ শতাব্দীতে ডাইনোসর!!
আশ্চর্য। ভারী আশ্চর্য।
এও কী সম্ভব!
আমার মাথা ঘুরছে।

মাথা ঘোরার কিছু নেই। মি. রেগিস। এর মধ্যে কোন ম্যাজিকও নেই। শুধু ব্যাকিওসরাস নয়, আরো অনেক কিছু আছে। আমার এই চিড়িয়াখানার নাম রেখেছি জুরাসিক পার্ক।
জুরাসিক যুগেরও অনুকরণে নাম রেখেছেন
চেষ্টা করেছি বলতে পারেন।
জুরাসিক পার্ক
কিন্তু এটা সম্ভব হয় কি করে?
সম্ভব যে হয়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।
তাহলে তো যে কোন মুহূর্তে বিপদও হতে পারে?
না, তা হবে না, কারণ আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থায় কোন ফাঁক নেই···
!!
এমন একদিন আসবে যখন পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে লোক আসবে জ্যান্ত ডাইনোসর দেখতে···
সাংঘাতিক ব্যাপার—
সোনার খনি হয়ে উঠবে তো জায়গাটা
হ্যাঁ, জুরাসিক পার্ক আমার সোনার খনি—চলুন এবার অতিথি ভবনে যাওয়া যাক। অনেক কিছু চমক দেওয়ার ব্যাপার আছে।
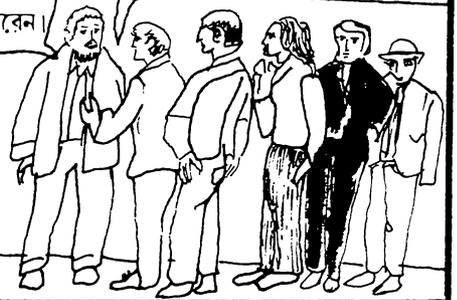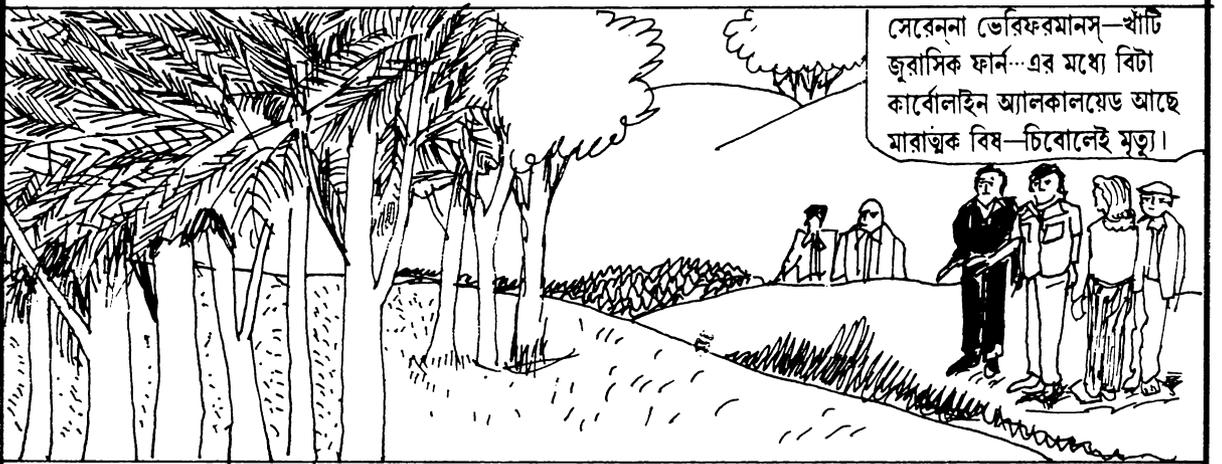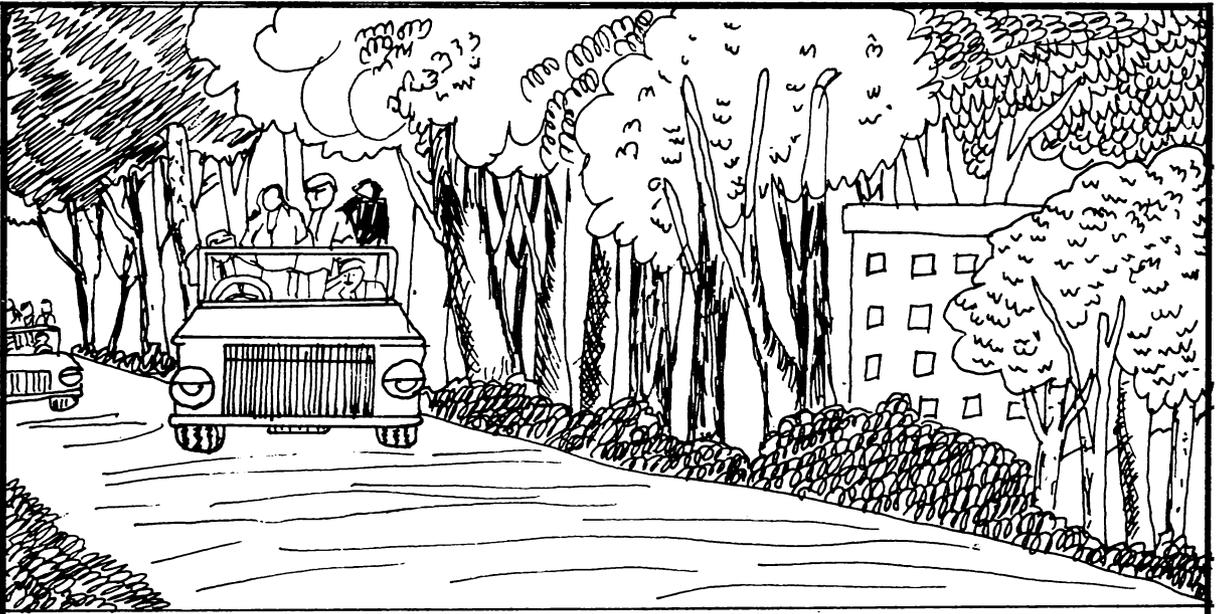
সেরেননা ভেরিফরমানস্—খাঁটি জুরাসিক ফার্ন…এর মধ্যে বিটা কার্বোলাইন অ্যালকালয়েড আছে মারাত্মক বিষ—চিবোলেই মৃত্যু।
এই গাছ এখানে লাগিয়েছে—এরা পাগল নাকি?
জুরাসিক পার্ক করতে গিয়ে যতটা সাবধান হওয়া উচিত ছিল—হয়নি—যে কোন সময়ে বিপদ হতে পারে।

আমাকে কি আপনার খুব বোকা
লোক বলে মনে হচ্ছে
মিস্ স্যাটলার।
ভাবছেন কী করে আমি সাবধানে নেই? সব পরিস্থিতি
সামলাবার উপায় আমার আছে।
না—না, কিছু মনে করবেন না।
নিরাপত্তার কথা ভেবেই
আমি যথেষ্ট
সজাগ—
আসুন...
চলুন, আপনাদের কিছু
মজার জিনিস দেখাই...
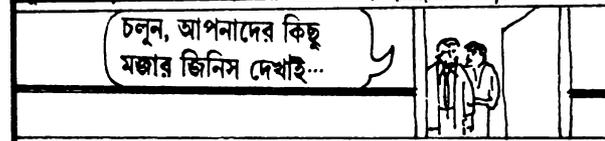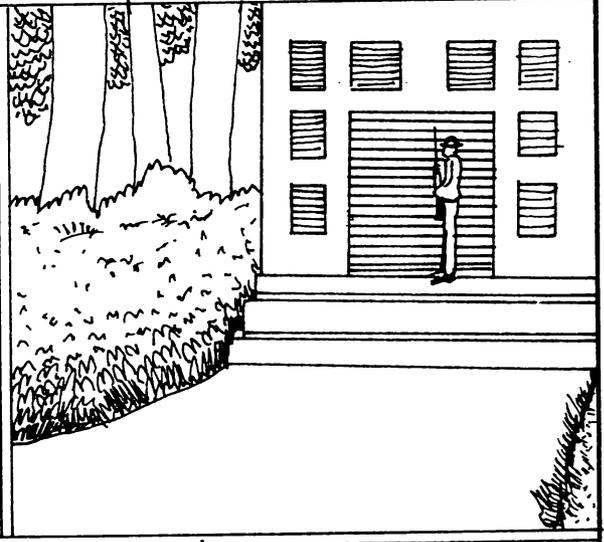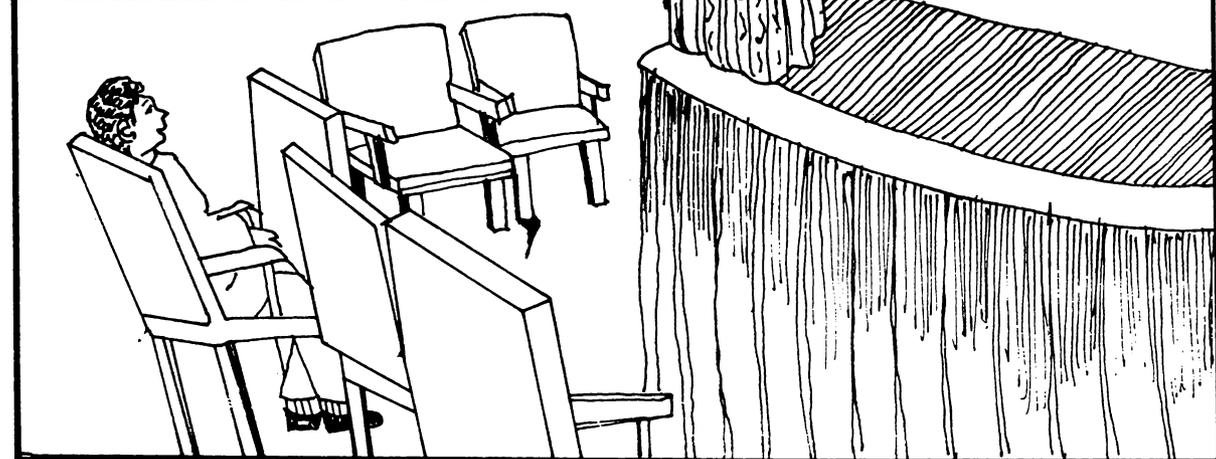
অনুগ্রহ করে আপনারা একটু বসুন। আপনাদের সব কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা করছি—
এবার আপনারা খুব মন দিয়ে এই পর্দাটার দিকে তাকান—
দেখতে পাচ্ছেন আমাকে। একজন…হ্যামণ্ডকে
একজন নয়, এবার দুজন…
তিন থেকে চার…পাঁচ ছয়
ইচ্ছে করলেই আমরা অসংখ্য হ্যামণ্ড তৈরী করতে পারি…
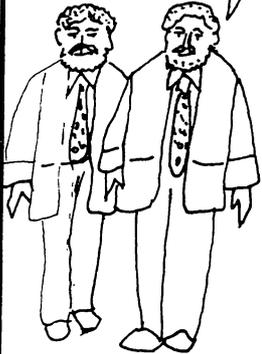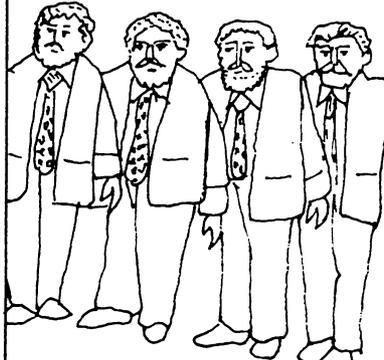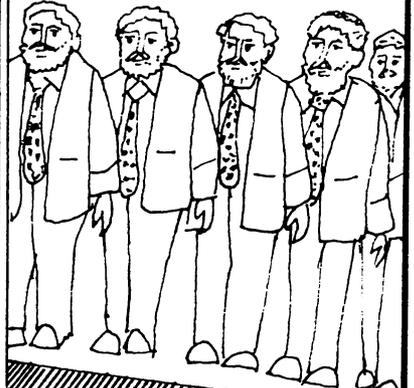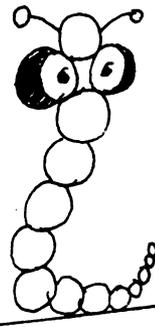
ইচ্ছে করলেই আমরা এক থেকে অসংখ্য হতে পারি। আর এটা হয়েছে 'ক্লোনিং' পদ্ধতিতে। আমি হচ্ছি ডি এন এ। সমস্ত প্রাণের মূল আমি। একটা দেহ যদি হয় একটা বাড়ি, তাহলে আমি সেই বাড়ির 'ব্লু প্রিন্ট'। পরের পর কোষ দিয়ে সাজানো হয় দেহ। আমি থাকি সেই কোষের কেন্দ্রে। যদি কোন ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে আমাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেখানে আমার ছবি আঁকা হয়ে যাবে। এই কোষ ভাগের মধ্যে দিয়ে তৈরী হতে থাকবে অসংখ্য আমি। কোন প্রাণীর শরীর থেকে আমাকে বার করে নিয়ে আমার মধ্যে লুকিয়ে থাকা ছবির আকার তৈরী করতে পারলেই সেই প্রাণীর নকল তৈরী করা যাবে। সে আজকের প্রাণী হোক আর কোটি কোটি বছর আগের প্রাণী হোক। কিন্তু একটা শরীরের সব কিছু পড়ে ফেলা সহজ নয়। একটা কমপিউটার চব্বিশ ঘন্টা সমানে কাজ করলে তার কাজ শেষ হবে দু বছরে। আমার মধ্যে আছে তিন শত কোটি ধাপ। সেগুলো সাজাতে হবে ঠিক পরপর। নইলে সব বরবাদ। এমনিতে এটা করতে অনন্তকাল লাগবে। কিন্তু এটা সুপার কমপিউটার আর জিন সিকোয়েন্সারের যুগ। তাই কাজটা আর কঠিন নয়।

কোটি কোটি বছর আগে একদিন একটা ব্র্যাকিওসরাসকে কামড়ে ছিল একটা মশা। পেট ভরে খেয়েছিল তার রক্ত। তারপর মশাটা উড়ে গিয়ে বসেছিল একটা সদ্য ছাল ওঠা গাছের গায়ে। রসালো আঠায় সে গেল আটকে। তার সারা শরীরটা রসের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। ফলে তার শরীর নষ্ট হল না। কারণ বাহিরের কোন হাওয়া বাতাস তার লাগেনি। তারপর পৃথিবীতে নানা পরিবর্তন। নানান ধ্বংসের খেলা। কিন্তু সেই জমাট বাধা রস মাটির নিচে চাপা পড়ে গেল। তৈরী হল অ্যাম্বার। সেই অ্যাম্বার পাওয়া গেল খনি থেকে। সেই জুরাসিক যুগে যেমন ছিল মশাটা ঠিক তেমনিই আছে। বিজ্ঞানীরা এবার এক বিশেষ সিরিঞ্জ দিয়ে মশার পেট থেকে ডাইনোসরের রক্ত বার করে পেলেন ডাইনোসরের ডি এন এ। শুরু হয়ে গেল ডাইনোসর তৈরীর কাজ। কিন্তু এতদিন পর পাওয়া ডি এন এ'র মধ্যে দেখা গেল কিছু অংশে হারিয়ে গেছে। ধরা হল একটা ব্যাঙ। তাই দিয়ে মেরামত করা হল ডাইনোসরের ডি এন এ। সেই ডি এন এ ঢুকিয়ে দেওয়া হল কুমীরের ডিম্বাণুতে। প্লাস্টিকের ডিমের খোলে পাখির ডিমের কুসুম বানিয়ে সেই ডিম্বানুকে কৃত্রিম উপায়ে তা দিয়ে বাড়তে দেওয়া হল। এক সময় জন্ম নিল বাচ্চা ডাইনোসর। হ্যামণ্ডের জুরাসিক পার্কে, আপনারা দেখতে পাবেন তারা কেমন মজায় খেলা করছে—বাঁচছে…
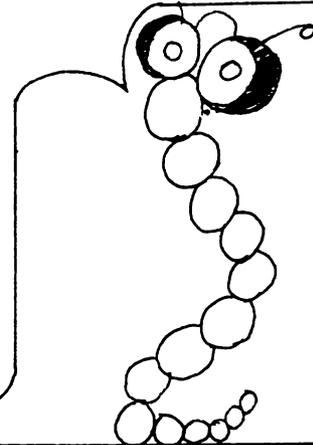
কিন্তু বন্ধুগণ, যত সহজভাবে কার্টুনটা আপনাদের একটা বিবর্তনের বা বৈজ্ঞানিক সাফল্যের জয়গান গেয়ে গেল সেটা কিন্তু তত সহজে হয়নি। কাজটা বিশাল। খরচও অনেক। টাকা আমার আছে। বেশী টাকা ঢেলেছি আমি। তবে বিদেশী কিছু কোম্পানীও শেয়ার কিনেছে। কিন্তু টাকা যেমন দরকার তেমনি দরকার দক্ষ লোকের। সঙ্গে আছে যন্ত্রপাতি আর কাঁচা মাল কেনা। আর কিনতে হয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যাম্বার। সব অ্যাম্বারই যে কাজ দেবে এমন কোন কথা নেই। আসল সোনা যে কার মধ্যে লুকিয়ে আছে সে আর কি খালি চোখে বোঝা যায়। আমার ব্যক্তিগত ভাঁড়ারে যত অ্যাম্বার আছে, আমি হলফ করে বলতে পারি এত অ্যাম্বার আর কারো কাছে নেই—ডাইনোসর তৈরী হয়েছে···কে জানে প্রাগৈতিহাসিক আরো কিছু প্রাণীও আবিষ্কৃত হতে পারে···
এই একটা মশা থেকে এতগুলো ডাইনোসর তৈরী হয়েছে?
এই দেখুন সেই অ্যাম্বার।
না। লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে প্রচুর অ্যাম্বার কেনা হয়েছে। তার মধ্যে থেকে খুঁজে নিতে হয়েছে ডাইনোসরের ডি এন এ। প্রচুর খরচ। অভিজ্ঞ লোক, সুপার কম্পিউটার···জিন সিকোয়েন্সার। এ ছাড়াও আছে নানা ঝামেলা। সরকারী বাগড়া···কিন্তু এত বড় যে একটা কাজ করেছি···তার মূল্য কী পাব?
মি. হ্যামণ্ড···জেনেটিকস নিয়ে গবেষণা কদ্দিন করছেন?
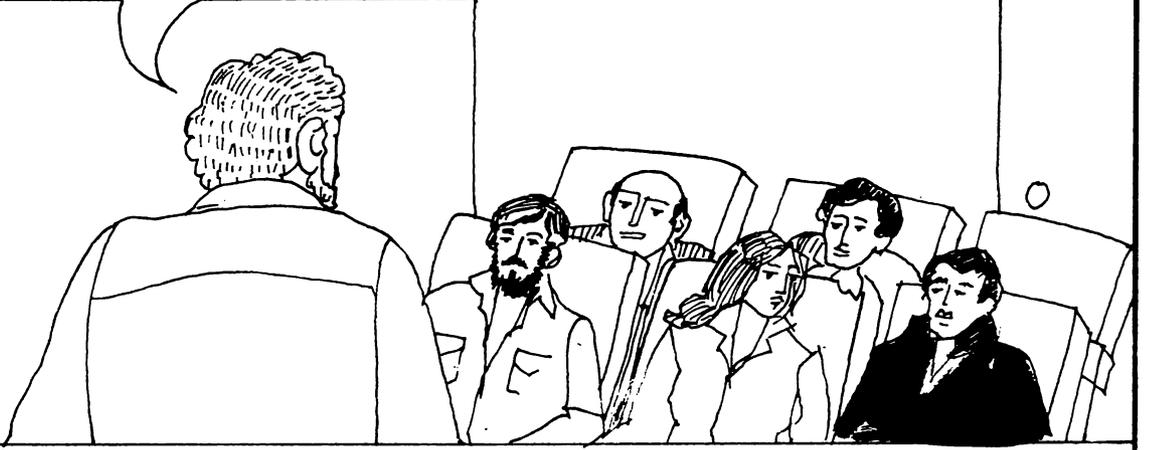
ভুল করছেন। আমি বিজ্ঞানী নই সংগঠক মাত্র। আবিষ্কৃত বিজ্ঞানকে নতুনভাবে কাজে লাগিয়ে তৈরী করেছি এই
জুরাসিক পার্ক
কিন্তু এটা কী একটা মারাত্মক ঝুঁকি নয়?
মনে হচ্ছে লোকটার মগজ বিগড়ে গেছে।
সত্যি কথা বলতে কী আমি কোন ঝুঁকি নিইনি। এখানকার সমস্ত ব্যবস্থা দেখলে তা প্রমাণ হয়ে যাবে। সময় থাকলে আমি নিজেই আপনাদের সঙ্গী হতাম। একজন দক্ষ রক্ষীকে দিচ্ছি···সেই আপনাদের সব দেখাবে—আসুন সকলে।
!!

ওয়েবস্টার এদের একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এস। পার্কটা কত নিরাপদ এরা বুঝতে পারবেন।
বেড়াটা ছোঁবেন না মিস্ স্যাটলার...
বরং এদিকটা দেখুন
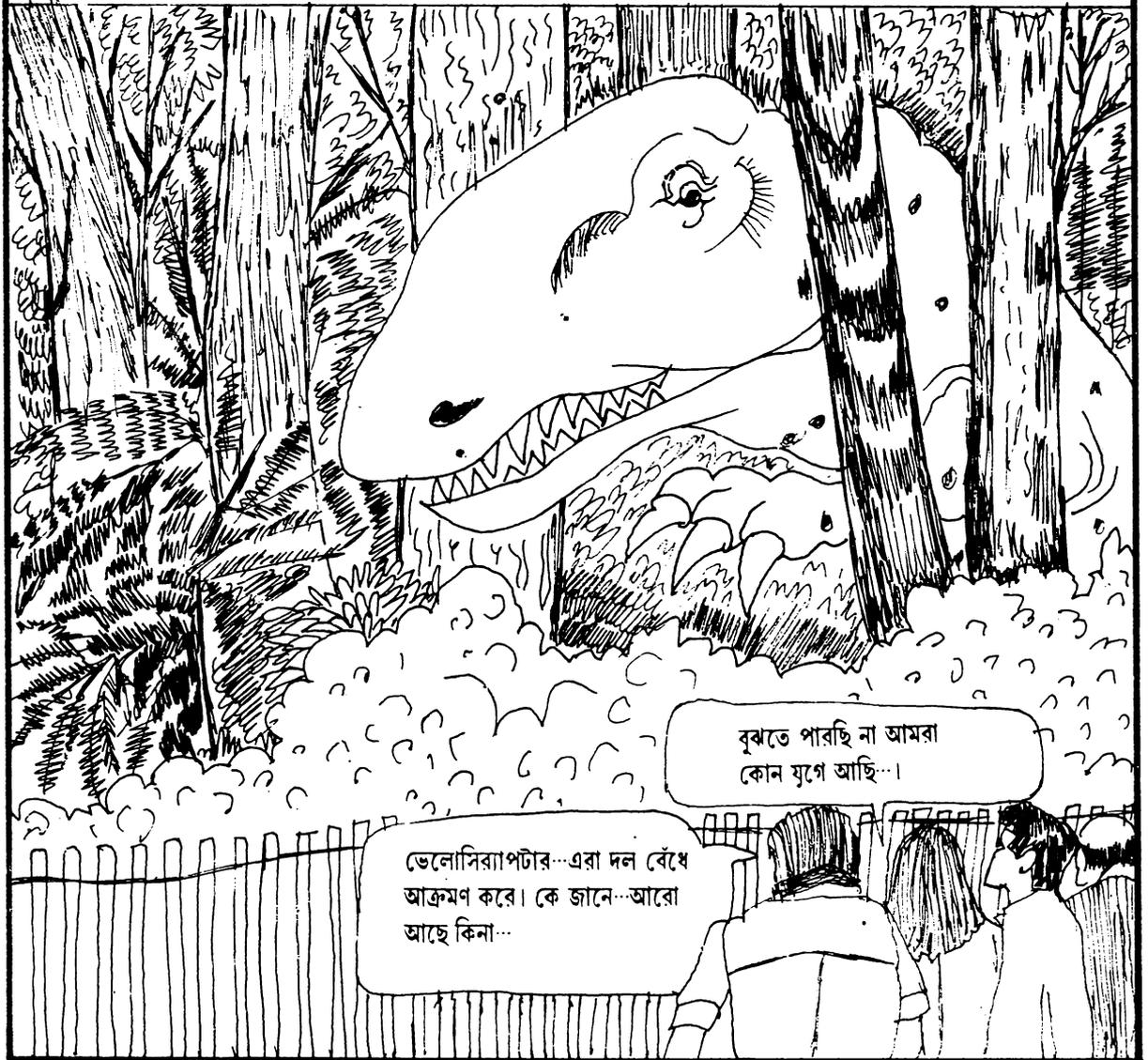
ওটা কি অ্যালান!!
বুঝতে পারছি না আমরা কোন যুগে আছি…।
ভেলোসির‍্যাপটার…এরা দল বেঁধে আক্রমণ করে। কে জানে…আরো আছে কিনা…

গর্...র্...র্...
মিস্ স্যাটলার চলুন এখান থেকে পালাই। সামান্য ঐ বেড়া ডিঙ্গোলেই মৃত্যু...
গর্...র্...র্...আঁক...
ও আউ... ও আউ...
ভাগ্যিস বেড়াটায় হাই ভোল্টেজ ছিল... নইলে...এতক্ষণে
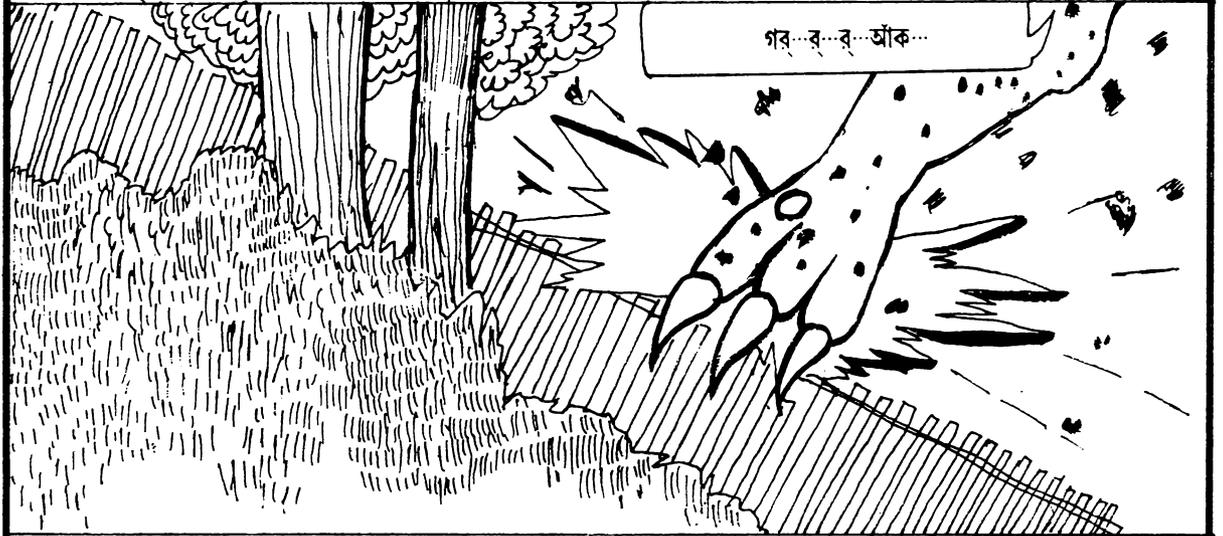
অত কারেন্ট খেয়েও উঠে পালাচ্ছে
হ্যাঁ, অসম্ভব জীবনীশক্তি এদের
কিন্তু ওটা কী?
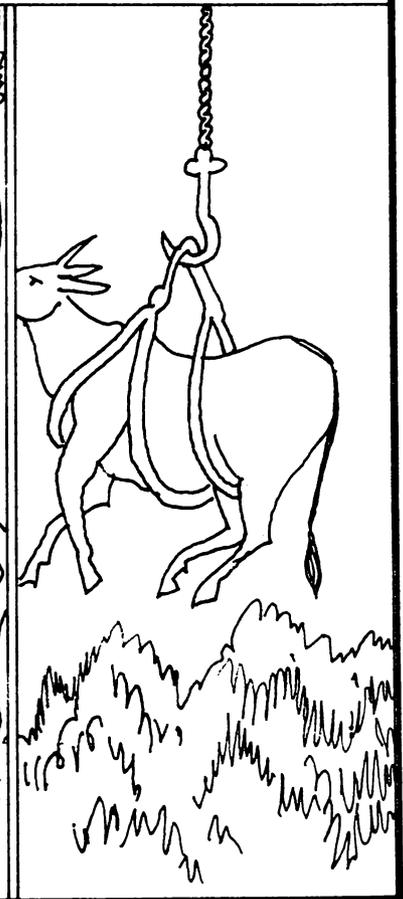
খাদ্য…অবলা প্রাণী হলেও ওদেরও খিদে বলে কিছু আছে…
এরকম জ্যান্ত খাদ্য রোজ কটা করে লাগে?
সে অনেক। চলুন এবার ফেরা যাক। মি. হ্যামণ্ড অপেক্ষা করছেন।

এই স্কালের কঙ্কালটা কিসের মি. হ্যামণ্ড?
ব্র্যাকিওসরাস। চট করে পাওয়া যাবে না···
আচ্ছা মি. হ্যামণ্ড আপনার এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন?
কেন, আপনার কী মনে হচ্ছে নিরাপত্তায় কোন ত্রুটি আছে?
ধরুন, হঠাৎ একটা জন্তু তার ছিঁড়ে বেরিয়ে এল···
চেষ্টা কি করে না? নিজের চোখেই তো দেখলেন—
কিন্তু ঐ ভোল্টেজ ডিঙ্গিয়ে আসা···অসম্ভব···।
চলুন এবার কমপিউটার রুমে জুরাসিক পার্ক চলছে ঐ ঘর থেকে···
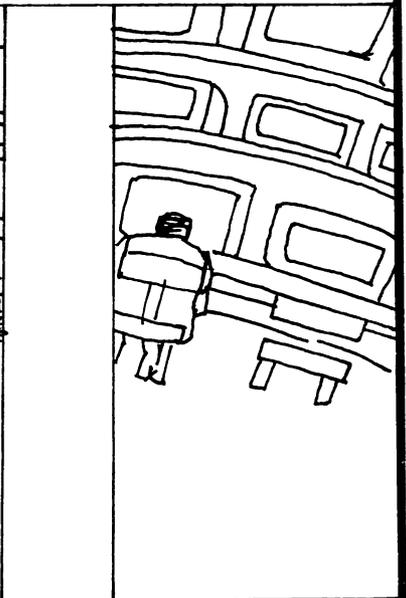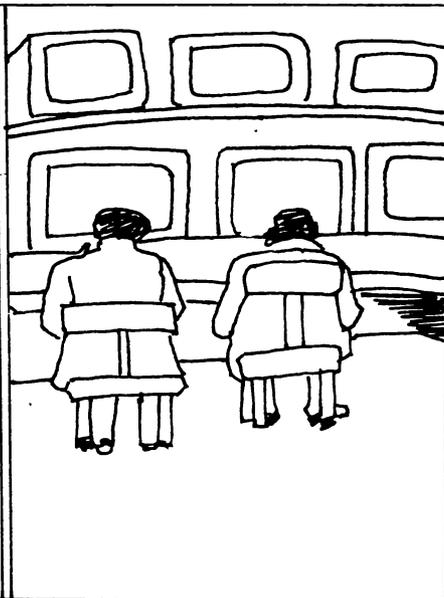
এখান থেকেই আমরা সব কিছু দেখতে পাব— দ্বীপটার চারদিকে পাহাড়। হয়ত কোন একাদন এটা একটা আগ্নেয়গিরির উৎস-মুখ ছিল।
প্রাকৃতিক সুরক্ষা ছাড়াও আছে দ্বীপের চারদিকে বিশাল প্রাচীর। তার গায়ে বৈদ্যুতিক বেড়া। এখানে দু ধরনের ডাইনোসর আছে। মাংসাশী আর তৃণভোজী। তৃণভোজীরা ছাড়া থাকে—কিন্তু মাংসাশীরা বেড়ার ওপাশে। এদের মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মে কিছু প্রাণী মারাও যায়। কমপগনেথাস নামে এক রকমের বিশাল গিরগিটি তৈরী করেছি। ওরা মৃতপ্রাণীর জঞ্জাল খেয়ে ফেলে এমন কি ওদের বিষ্ঠাও। সুরক্ষা ব্যবস্থার কথা বলছিলেন? ধরুন কোথাও কোন বেড়া ছিঁড়ে গেছে···দেখুন ঐ মনিটরে··· সঙ্গে সঙ্গে মনিটর জানিয়ে দেবে বৈদ্যুতিক সংকেতে— না মশাইরা···ব্যবস্থা এখানে পাকা··· ভয়ের কিছু নেই—
এরকম ভয়ানক প্রাণী এখানে কতগুলো আছে মি. হ্যামণ্ড?
তা ধরুন, সব মিলিয়ে গোটা পঁচাত্তর হবেই··· হেঃ হেঃ আমি চিফ অপারেটর মি. নেড্রি।
বাপরে! এও তো একটা খুদে ডাইনোসর! নিরাপত্তা ব্যবস্থা এর হাতে···। কি ব্যবস্থা সে বোঝাই যাচ্ছে খালি বড় বড় কথা···।
লোকটা দেখতে জঘন্য হলেও খুব কাজের। এবার চলুন একটা মজার জিনিস দেখাই। হাস বা মুরগীর ডিম নয়, ডাইনোসরের ডিম···
খুদে শয়তানটা এখনই কি রকম বেরুবার বায়না করছে··কিরে সোনামণি···পারবি তো মা বেরুতে?
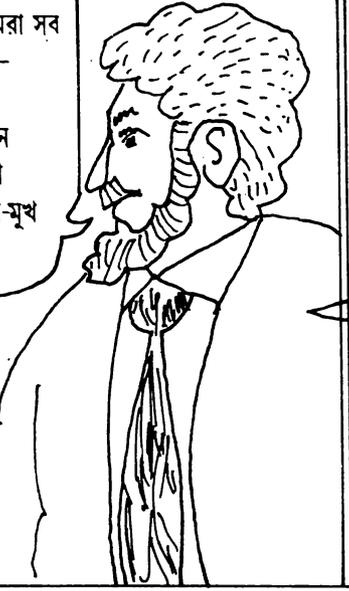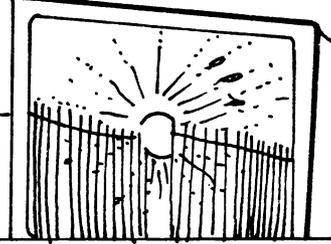
আয়, আয়…একটু জোর দে…ওঠ…ওঠ…
দেখছেন কী মিষ্টি দেখতে হয়েছে
কী আহ্লাদের কথা…মিষ্টি! তা মি. হ্যামন্ড…আপনার সোনামণিটি ছেলে না মেয়ে?
মেয়ে…এখানে সব ডাইনোসরই মেয়ে…
কিন্তু সব মেয়ে হলে প্রকৃতির ভারসাম্য হারিয়ে যাবে না?
না, মি. রোগস, বিজ্ঞান এখানে জীবনের থেকে অনেক শক্তিশালী আর বিজ্ঞান আমাদের নিয়ন্ত্রণে–
কেবল বড় বড় কথা
আচ্ছা, আপনি কি বিজ্ঞানী? আপনার এই ভয়ংকর কাণ্ডকারখানা—সমাজের ওপর কি এর প্রভাব পড়বে না?
প্রথমত আমি বিজ্ঞানী নই। সংগঠক। নতুন কিছু পেয়ে, অতীতকে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে সভ্যমানুষ আনন্দ পাবে। রোমাঞ্চিত হবে। যা তাদের কল্পনার বহিরে ছিল তা পাবে হাতের মুঠোয়…চলুন, খাবার সময় হয়ে গেছে…আসল জুরাসিক পার্কই তো দেখা হল না।
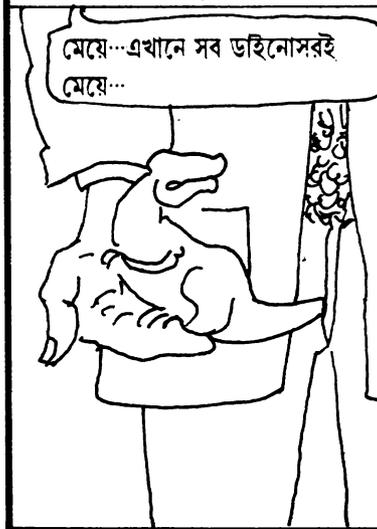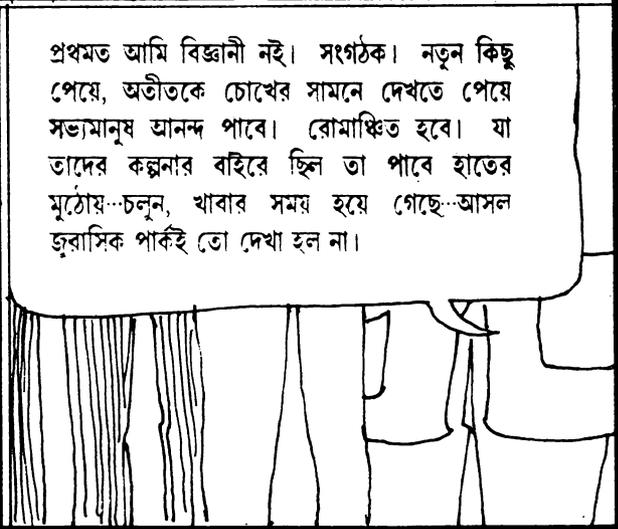
খেতে চলছেন বাবুরা! সুরক্ষা নিয়ে হম্বিতম্বি! সব বেরুবে এবার। শেষ খাওয়ার জন্যে তৈরী হও মি. হ্যামন্ড। তোমার জুরাসিক পার্ক নিয়ে ব্যবসা এবার খতম করব।
দারুণ জমাটি ব্যবসা হবে। কি বলেন মি. হ্যামন্ড?
তার মানে এটা একটা বানিজ্য প্রতিষ্ঠান। লোক দেখানো ভাঁওতা।
যা খুশী টিকিটের দাম করতে পার। হোটেল ভাড়া, খাবারের দাম—একটা ছোটোখাটো ক্যাসিনো।
?!
বেশী দাম করলে বাচ্চারা এখানে আসবে?
আমি তো দানসত্র খুলিনি মিস স্যাটলার।
কিন্তু মি. হ্যামন্ড...যে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পিছনে থাকে অধ্যয়ন আর শৃঙ্খলা। বিজ্ঞানীরা কতটা কি পান জানি না কিন্তু মুনাফা লোটে ব্যবসায়ীরা। এটাও কি ঠিক তাই হচ্ছে না? আবিষ্কারের নাম দিয়ে আপনি ম্যাজিক দেখাবেন। হিসেব কষছেন কত লাভ ঘরে আসবে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে প্রকৃতিকে অপমান করছেন—এটা কি ঠিক?
আশ্চর্য। আপনারা শিক্ষিত লোক হয়ে এসব ভাবছেন—মনটাকে একটু উদার করুন। মি. অ্যালান, আপনি কি বলেন? আপনারও কি এক অভিমত?
ঠিক বুঝতে পারছি না—কোটি কোটি বছর আগের বিলুপ্ত হওয়া প্রাণীদের মুখোমুখি হওয়া...কি জানি কি ফল হবে!
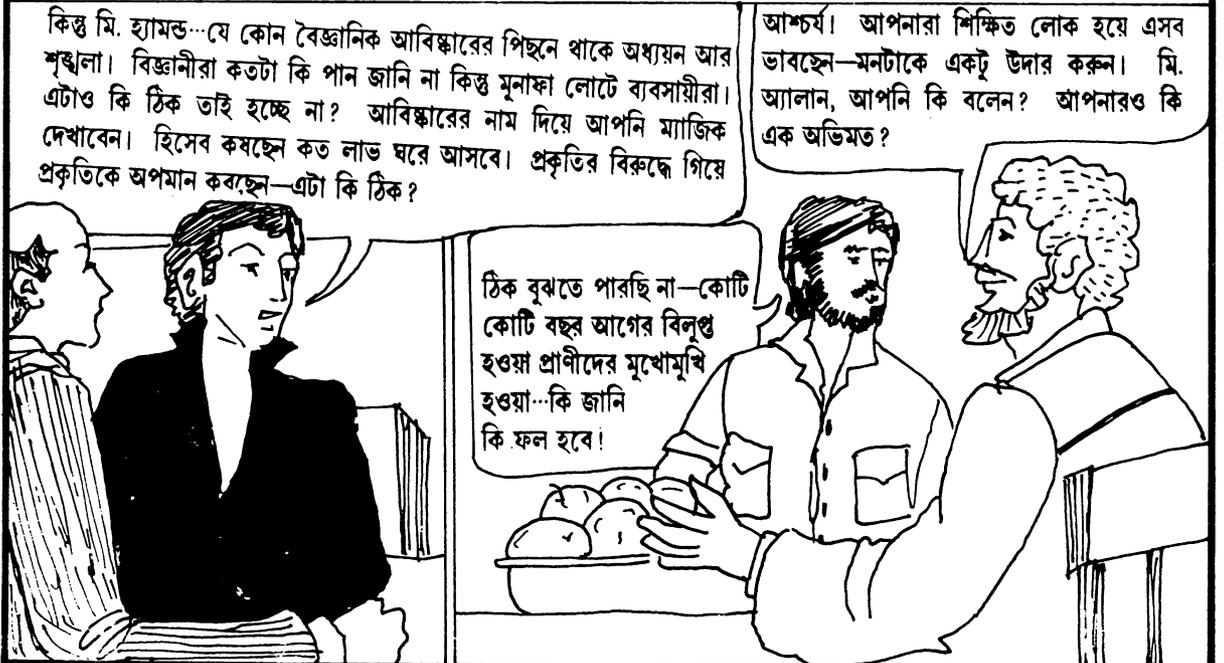
আশ্চর্য! আপনি একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক।
এঁরাও কম যান না
আপনাদের মুখে
এইসব কথা—
ভাবা যায় না—
দাদু…
কে? ও…টিম…লেক্স…
আয় আয়…
তুমি আজকাল খুব দুষ্টু হয়েছ দাদুসোনা
কতদিন হয়ে গেল আমাদের
বাড়ি যাওনি…কেন?
তাইতো…ভারী অন্যায় হয়ে গেছে।
আর চিন্তার নেই…এবার সব দেখবে
এদের সঙ্গে…খুশী?
আপনাদের সঙ্গে পরিচয়
করিয়ে দিই। আমার নাতনী
অ্যালেক্সিস
আর আমার
নাতি
টিম মার্ফি
দাদু, আমরা ডাইনোসর
দেখতে যাব কখন?
এক্ষুনি যাব। আপনারাও
আসুন—।

না দিদি, আমি কন্ট্রোলরুম থেকে সব দেখতে পাব
তুমি যাবে না দাদু?
বাঃ, সুন্দর গাড়ি। একটা গাড়ি নয় আমিই চালাচ্ছি
তার দরকার হবে না মি. রেগিস— বৈদ্যুতিক গাড়ি—নিজে থেকেই চলবে। বাচ্চা দুটো আপনার কাছে রাখবেন...

তোমরা দুজন আমার সঙ্গে যাবে—
ওরা তিনজন ঐ গাড়িতে কেমন?
জুরাসিক পার্ক কর্তৃপক্ষ থেকে বলছি। আপনাদের ধন্যবাদ একটু পরেই যা আপনারা দেখবেন, তা পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য। আজ থেকে কোটি কোটি বছর আগে হারিয়ে যাওয়া সেই সব ভয়ংকর প্রাণী—টিরানোসরস, ভিলাসিরাপ্টর, ট্রাইসেরাপসের সামনে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারবেন পৃথিবী একদিন কী ছিল…ঐ দেখুন…সামনেই জুরাসিক পার্কের প্রধান ফটক…
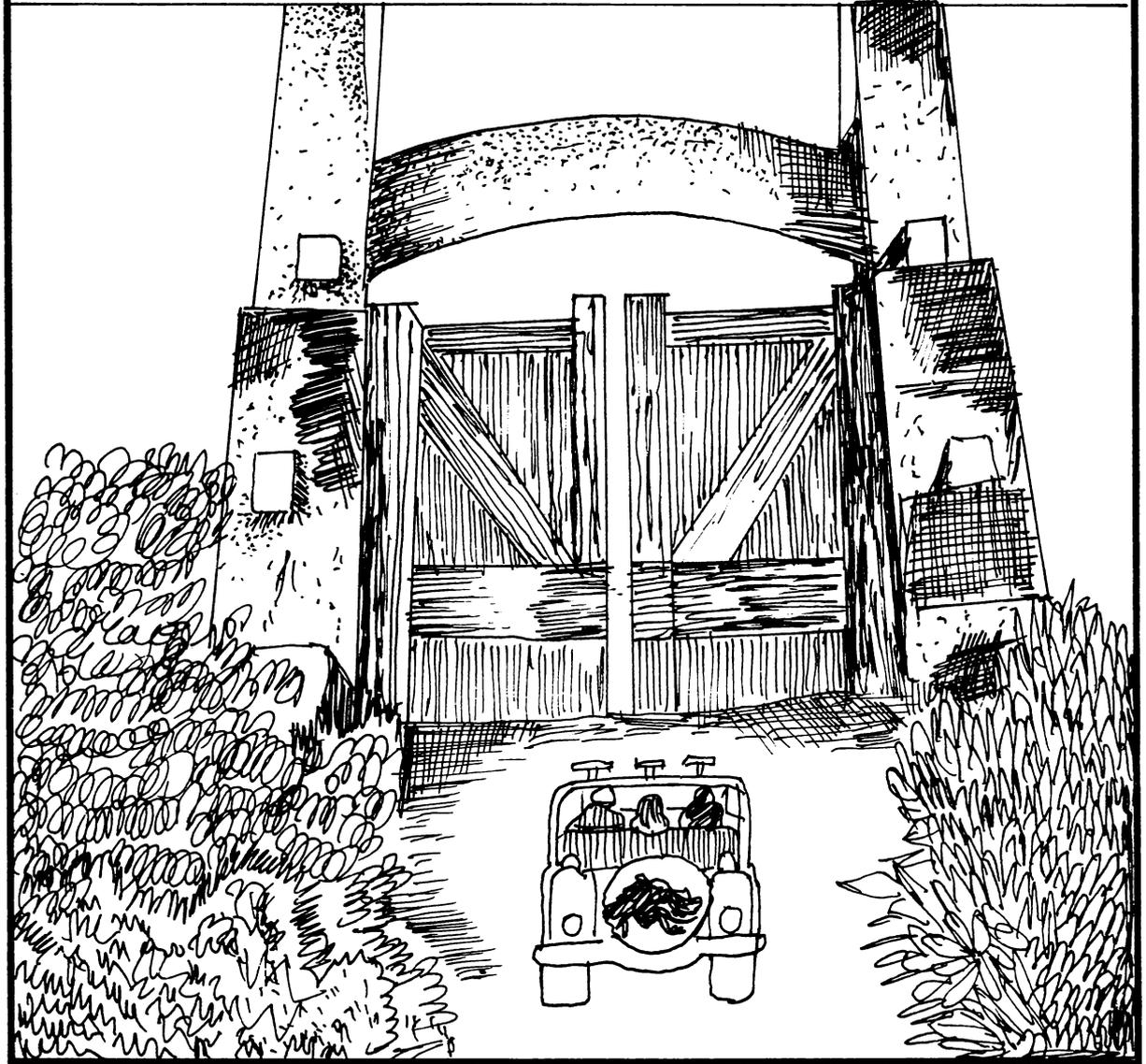
বাস, কাজ প্রায় শেষ। আর দুটো ঝামেলা। ঠিক আঠারো মিনিট সময় লাগবে মাটির তলার ঘর থেকে মালগুলো সরিয়ে বনের মধ্যে দিয়ে জাহাজঘাটায় পৌঁছুতে। মোটর বোট নিয়ে জাহাজে উঠতে মিনিট পনেরো। যাবার সময় কেবল দুটো বোতামের এদিক ওদিক। তারপর মি. হ্যামণ্ড, পুরো ব্যবসার একচ্ছত্র মালিক হয়ে ভাবছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী হবে! হুঁ, একবার এখান থেকে অ্যাম্বারগুলো নিয়ে বেরুতে পারলেই—তখন আমি হব কোটি কোটি ডলারের মালিক—তারপর কেবল খাব আর ঘুমবো...হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ...
স্যার একটা মারাত্মক সমস্যা দেখা দিতে চলেছে
দক্ষিণ পূর্ব থেকে বিশাল একটা ঝড় আসছে ঘন্টায় পঁয়ষট্টি মাইল বেগে এই দেখুন...
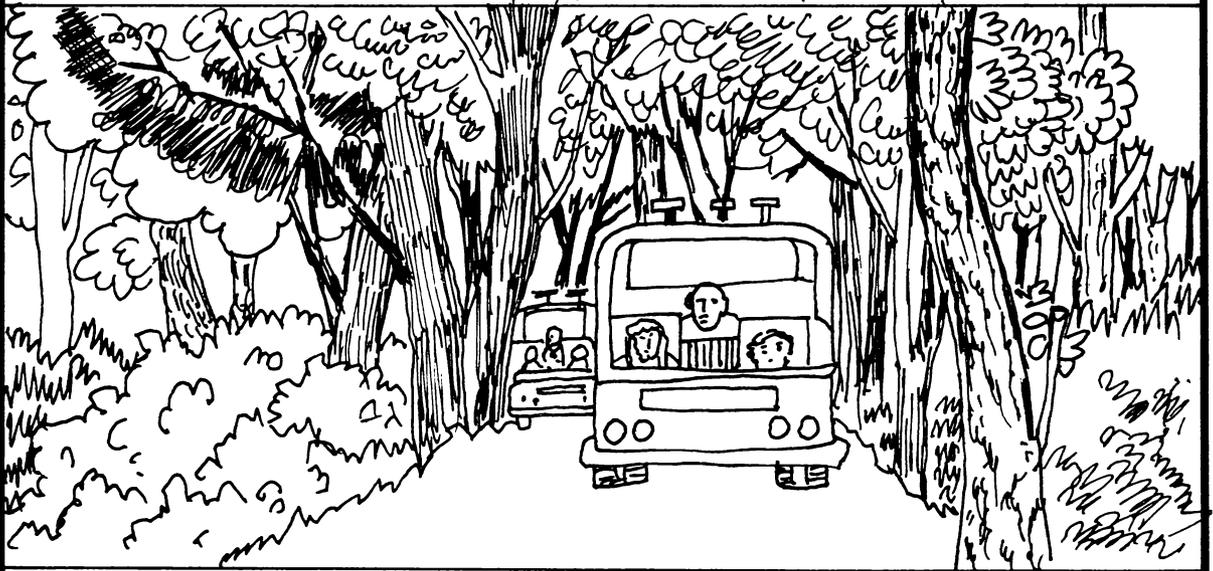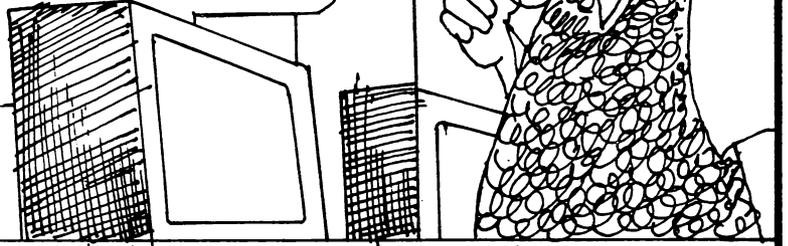
কতক্ষণে এসে পৌঁছবে মনে হচ্ছে?
তা ধরুন ঘন্টা তিনেক তো লাগবেই...
ঠিক আছে...ভয়ের কী আছে?
ওদের ফিরিয়ে আনলে ভালো হোত না স্যার...
কোন দরকার নেই। কিছু হবে না। অযথা ভয় পাইয়ে লাভ কি? তিনঘন্টা...যথেষ্ট সময়...
সামুদ্রিক ঝড়—বিশ্বাস নেই। তবে গাড়ির মধ্যে তো থাকবে...সে রকম বুঝলে গাড়ি থেকে না নামলেই হোল...
বরং ওদের সঙ্গে একটু কথা বলা যাক
আপনারা এখন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলেছেন—এসব গাছপালা সবই প্রাগৈতিহাসিক নতুন করে রোপন করতে হয়েছে। ডানদিকে তাকান। ঘেরা জায়গাটায় থাকে ডাইলোফসর। শিকারকে মেরে পিছনের পায়ে চেপে ধরে খায়...
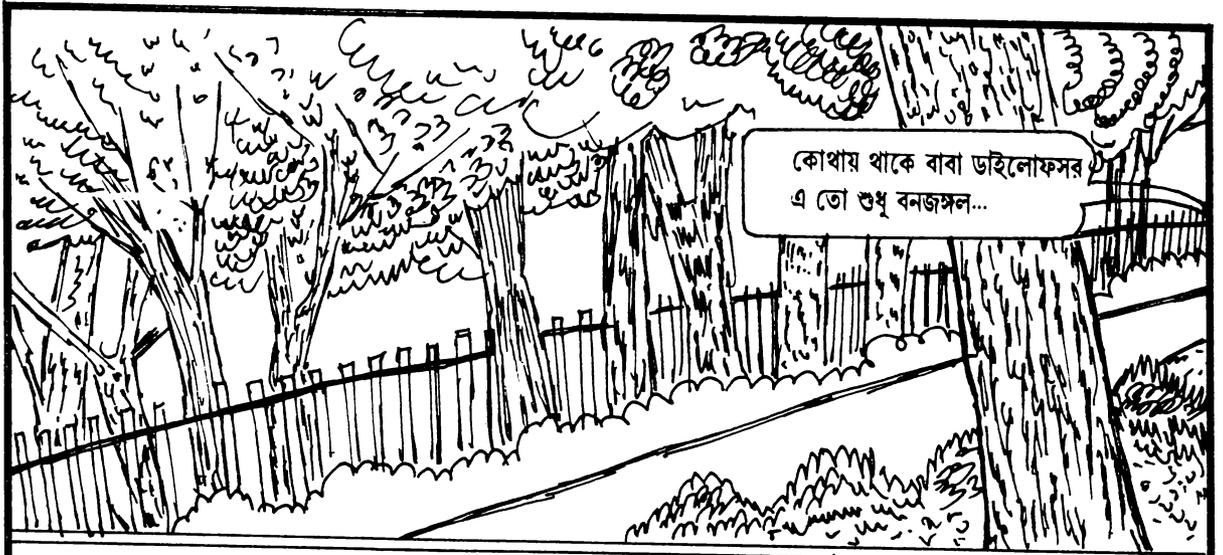
কোথায় থাকে বাবা ডাইলোফসর
এ তো শুধু বনজঙ্গল...
এরপর দেখুন ফাঁকা মাঠ। আমাদের তৃণভোজী ডাইনোসররা বিচরণ করে। ঐ দূরে দেখুন... একটা ব্র্যাকিওসর দাঁড়িয়ে
কোথায় বাবা ব্র্যাকিওসর...একটা গরু পর্যন্ত দেখা গেল না
একটা টেপ চালিয়ে সমানে ধাপ্পা দিয়ে যাচ্ছে...হ্যামণ্ডকে হাতের কাছে পেলে...
কি করতেন বলুন মি. ম্যালকম... ওদেরও তো একটা মন বলে পদার্থ আছে...ধৈর্য ধরুন...সবই দেখতে পাবেন...
যাঃ বাবা... সব শুনতে পাচ্ছে দেখছি
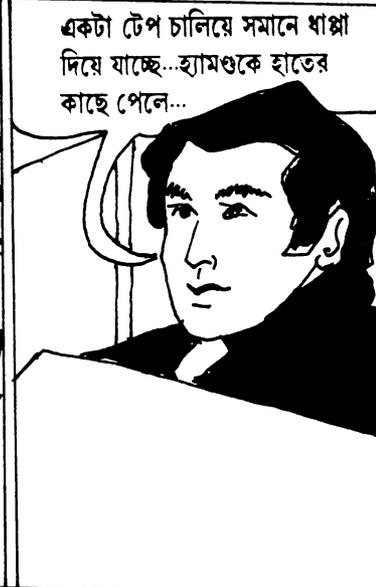
ঐ যে দেখছেন উঁচু টিলাটা...ওরই পাশে টিরানোসরাসদের বাসস্থান। ঐ টিলার ওপর তৈরী করব একটা রেস্তরাঁ। ঐখানে বসে দারুণ দারুণ খাবার খেতে খেতে দর্শকরা দেখতে পাবে টিরানোসরাসরা কেমন করে জ্যান্ত জানোয়ার ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়...
লোকটার ঘেন্নাটেন্না বলে কিছু নেই। ভালো ভালো খাবার খেতে খেতে টিরানোসরের শিকার ছিঁড়ে খাওয়া দেখতে হবে...ছ্যাঃ
মিস্ স্যাটলার, মি. ম্যালকম...অনেকক্ষণ ধরে আপনারা ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছেন...এবার আমরা ঢুকছি জুরাসিক পার্কের ডাইনোসর ডেরায়
দিদি,... সত্যি না কিরে?
এবারই দেখতে পাবি
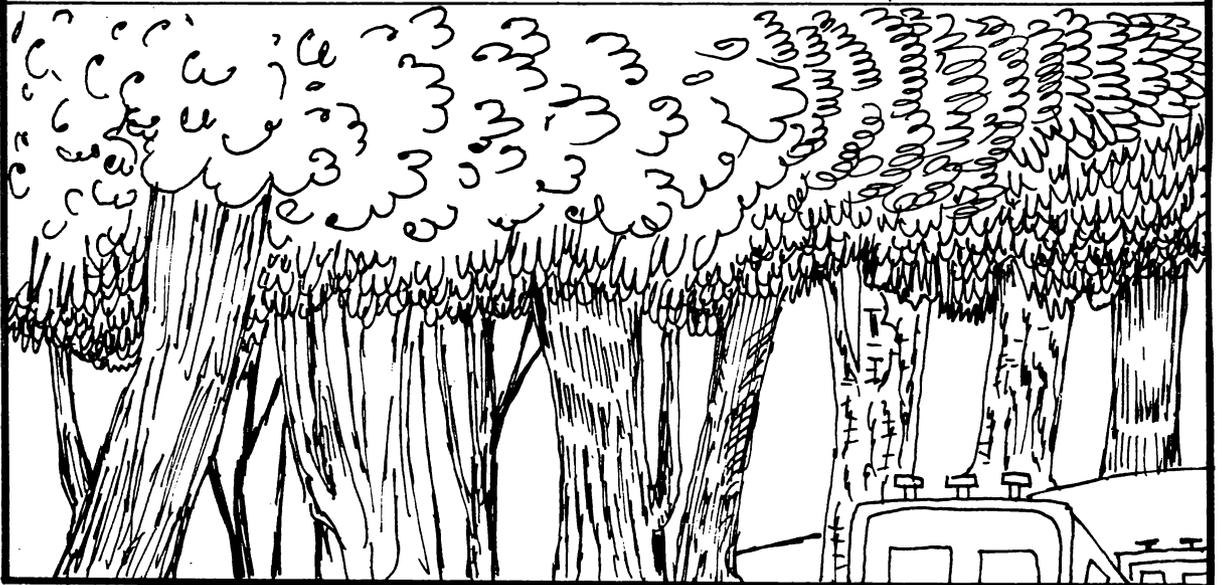
কাজটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না...ঝড়টা ক্রমশ এগিয়ে আসছে...ওদের ফিরিয়ে আনলে হত না মি. হ্যামন্ড
বড় তাড়াতাড়ি তোমরা উতলা হয়ে পড়—সে রকম বুঝলে ফিরিয়ে আনতে কতক্ষণ
রাখে হরি মারে কে! যত ঝড় বৃষ্টি হয় ততই আমার সুবিধে। একটা জীপ পেলেই কাম ফতে
কমপিউটারকে সব নির্দেশ দেওয়া আছে। ওদিকে ওরা ব্যস্ত, শেষ বোতামটা টিপলেই... ডগসনের মোটর বোট আসতে যা একটু দেরী
নেড্রির পেট নয়তো যেন বীয়ারের চৌবাচ্চা...খেতেও পারে বটে...
BE
মি. হ্যামণ্ড, আবার মুশকিল। ওরা সব গাড়ি থেকে পার্কে নেমে পড়েছে...
টি-রেকস না ছাই। বসে বসে হাত পা টাটিয়ে গেল...

কী কাণ্ড! ওদের নামতে বলল কে? আরে আপনারা নামবেন না... নামবেন না...নামা বারণ!
ধুর.. নামা বারণ...বসে বসে পায়ের খিল আটকে গেছে... যত্ত সব..
চল স্যাটলার একটু ওদিকটা ঘুরে আসি
সেই ভালো
আঙ্কেল আমরাও যাব
চলে এস
জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই তো নেই এদিকে ..
যাঃ বাবা...সব গেল কোথায়? চলো ফিরে যাই...এদিকে আবার সন্ধ্যে হয়ে আসছে
ব্যাপারটা খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না...অজানা জায়গা তার ওপর...

মি. ম্যালকম...এদিকে দেখে যান...একটা ট্রাইসেরাপটস...
!!
!!
মনে হচ্ছে প্রাণীটা রুগ্ন খেতে দেবার কী নমুনা
মাফ করবেন...আমি এখানকার পশু চিকিৎসক।
তাহলে তো আপনিই ভাল বলতে পারবেন—ওর সমস্যাটা কি?
সেটাই তো বুঝতে পারছি না। প্রচণ্ড পেট খারাপে ভুগছে। এত বড় দেহ, দিনে অন্তত তিন-চারশো কিলো ঘাসপাতা খায়। নিশ্চয় কোন বিষাক্ত পাতা খেয়ে ফেলেছে।
সেটা হতে পারে। আমার মনে হয় পশুটার স্টুল এগজ্যাম করলে ব্যাপারটা বোঝা যেত। যদি বলেন আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি...কারণ এ ব্যাপারে আমি একটু উৎসাহী...
আশ্চর্য, সবাই গল্পে মেতে রয়েছে। এদিকে আকাশ কালো হয়ে গেছে...মনে হচ্ছে ঝড় উঠবে
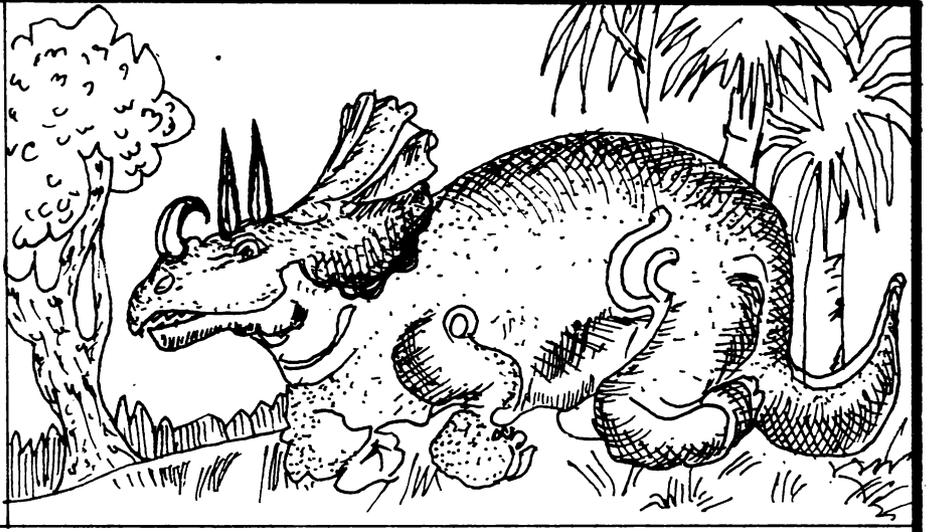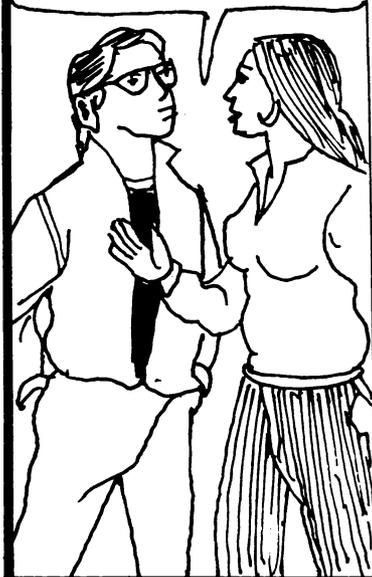
ডা. গ্রান্ট...আকাশটা দেখেছেন?
ভারী বর্ষণের পূর্বাভাষ। ঝড় এসে গেছে...বিদ্যুতও চমকাচ্ছে
চলুন গাড়িতে ফিরে যাই...
তাই চলুন। এলি, চলে এস—
তোমরা এগোও...ডাক্তারের সঙ্গে কিছু পরামর্শ করছি... ওর জীপেই আমি ফিরব
যাক ঝড় এসে গেছে...ডগসনের লোকেরা ঠিক মত এলে হয়...এদিকের কলকব্জা সব বিগড়ে রেখেছি
আমি তো তখন থেকে বলছি প্রচণ্ড বেগে ঝড় আসছে...ওদের ফিরিয়ে আনুন
এর থেকে জোরে গাড়ি চলবে না?
না, রাস্তা খুব খারাপ।
তাহলে তো সর্বনাশ। ওরা ফেরার পথে টিরানোসরের এলাকায় ঢুকে পড়বে

এই হচ্ছে সুযোগ। কমপিউটারের সমস্ত কাজ বন্ধ—মনিটার অকেজো, অডিও ভিডিও যোগাযোগ অকেজো করা...মানে দু একটা বোতাম টিপে...হাওয়া দিতে হবে। ...তারপর...আমায় পায় কে?
এক কাজ করুন। গাড়িকে নির্দেশ দিন সহজ রাস্তায় ফিরে আসার...
কি করে দেব কমপিউটারও যে বিগড়েছে..
তার মানে কোন মেসেজ্ঞ পাঠানো যাবে না?
কি করে যাবে। সমস্ত বৈদ্যুতিক লাইন ডেড্
কি বললেন? নেড্রি কী কেবল কাঁড়ি কাঁড়ি গেলবার জন্য এখানে আছে... নেড্রি নেড্রি
বৈদ্যুতিক যোগাযোগ কাটল কি করে?
হতেই পারে...কোথাও হয়ত শর্ট সার্কিট হয়েছে!
এখুনি একটা ব্যবস্থা কর... অতিথিরা সব বাইরে... বিপদে পড়ে যাবে... সঙ্গে দুটো বাচ্চা
এমন কল করেছি সমস্ত জুরাসিক পার্ক... বিকল...এবার আমিও পালাব। বাইরে জীপ তৈরী...
কিছু ভাববেন না...সব ঠিক হয়ে যাবে...তার আগে একবার বাথরুমে যেতে হবে—
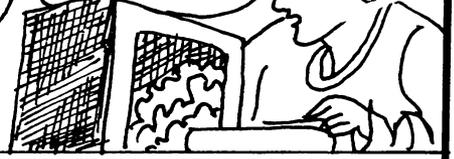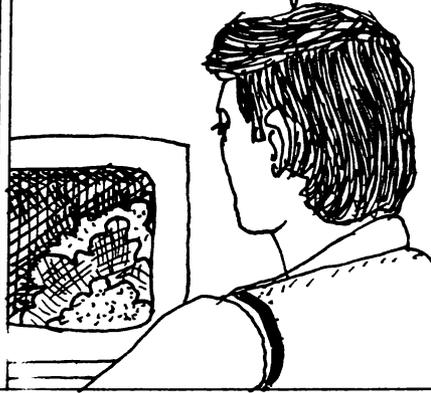
চিন্তায় ফেলে দিল—এই ঘন জঙ্গল...অন্ধকার... আর উপর বৃষ্টি, ফিরতে পারলে হয়...
ড. গ্রান্ট কি বুঝছেন?
আমি বাচ্চাদুটোর কথা ভাবছি
গোমড়োমুখো রেগিস তো কথাই বলতে চায় না... এইরে...সব আলো নিভে গেলো যে...
যা দুর্যোগ...কিছু বিগড়েছে মনে হচ্ছে
বিদ্যুৎ পরিচালিত গাড়ি। বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই
বিদায় হ্যামণ্ড...সব রকম ডাইনোসরের ভ্রূণ নেওয়া হয়ে গেছে, আমি চলি...এখন ডগসনের জাহাজ এসে গেলেই... পগার পার
মি. হ্যামণ্ড এখন কী হবে! কোথাও কোন বিদ্যুৎ নেই...আপনার কমপিউটার ডেড...বেড়া অকেজো... বুঝতে পারছেন কি হতে পারে?
নেড্রি তো বলল দশ মিনিটের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে...কিন্তু...

একী ! কাচের গায়ে
এত রক্ত কেন !!

আঙ্কেল!!!
কি হোল টিম?
ডাইনোসর...গাড়ির মাথায়
আঁা, সেকি...কোথায়...ওরে বাবা
হুঁ...উ...উ...ওঁয়াউ
শিগগির পালাও
এতো...একটা কাঠের বাড়ি...ওখানেই...
আঙ্কেল...আঙ্কেল
বাঁচতে চাও তো পালিয়ে এস ঐ বাড়িটায়
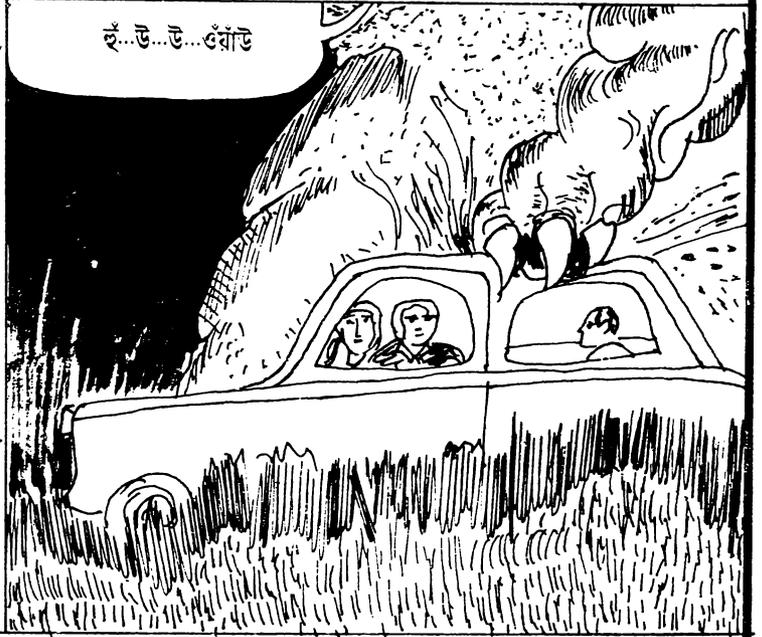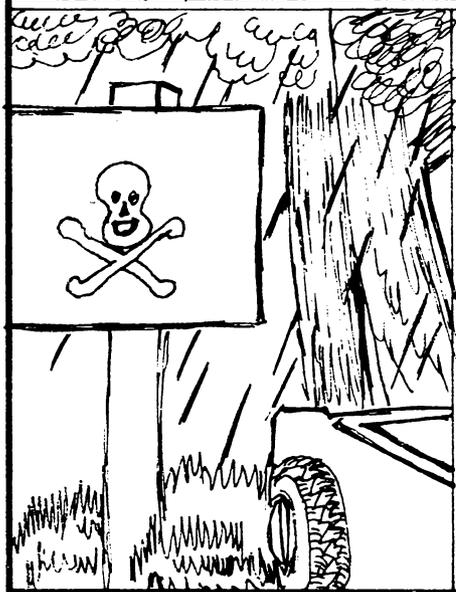
গুড বাই হ্যামন্ড!
ইস্...বৃষ্টি আর অন্ধকার! কিছুই দেখা যাচ্ছে না!
তার ওপর বিশ্রী রাস্তা...
দূর ছাই—কি জঘন্য
জায়গারে বাবা...সব
দিকেই রাস্তা বন্ধ...

যাঃ বাবা! রাস্তার সংকেত যে উপরে উঠে গেছে...যাব কোন দিকে?
দেখো, ভালো করে দেখো...নেভ্রি আর কি করেছে? ওর মতলবটা কি বুঝতে পারছি না...
কি দেখব...সব বিকল
তাহলে কি হবে! অসহায়ের মতো সবাই মরবে?
একি ফোনও তো অচল...
আমি কিছু বুঝতে পারছি না হাতের কাছে নেভ্রিকে পেলে...
সব রাস্তা বন্ধ... সামনে আবার নালা...যাব কোনদিকে।

সর্বনাশ! বাচ্চা দুটোকে ফেলে রেগিস পালিয়েছে...ওরা আবার গাড়ি থেকে ভয়ে না নেমে পড়ে...
একটা টর্চ পেয়েছি টিম...এটা জ্বালাব?
জন্তুটা পালিয়ে যেতে পারে—
ঠিক আছে আমি আলো জ্বালাচ্ছি...জন্তুটা ওদিকে মুখ ঘোরালেই নেমে পড়বি
কেলেঙ্কারী...ওরা আবার আলো জ্বালালো কেন? টিম্...আলো নিভিয়ে দে...আলো দেখলেই টিরানোসরটা ঝাঁপিয়ে পড়বে...

প্রথম পর্ব সমাপ্ত

বাঁচাও ... বাঁচাও
সর্বনাশ বাচ্চা দুটো যে মারা যাবে ... ম্যালকম ...
হ্যাঁ বলুন ডঃ অ্যালান
আমাদের গাড়িতে কিছু কেমিক্যাল ফায়ার স্টিক্স্ দেখেছিলাম। আলো জ্বালালে জন্তুটার দৃষ্টি ঘুরে যেতে পারে ... চলুন তো দেখি
পেয়েছি ...
গর্ ... র্ ... র্ ... র্ ...
ম্যালকম ... মশালটা অন্যদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিন

উরি ··· বাবারে ···
মড় ··· মড় ··· মড়াৎ ···
গর ··· র্ ··· র্ ···
সর্বনাশ ··· এখন পালাবো কোথায়
গাড়িতে ছেলেটা আটকে আছে···
কে জানে ওদের কি হল!
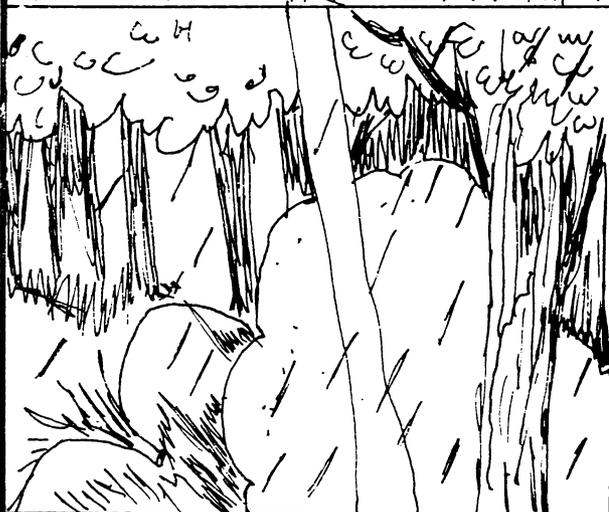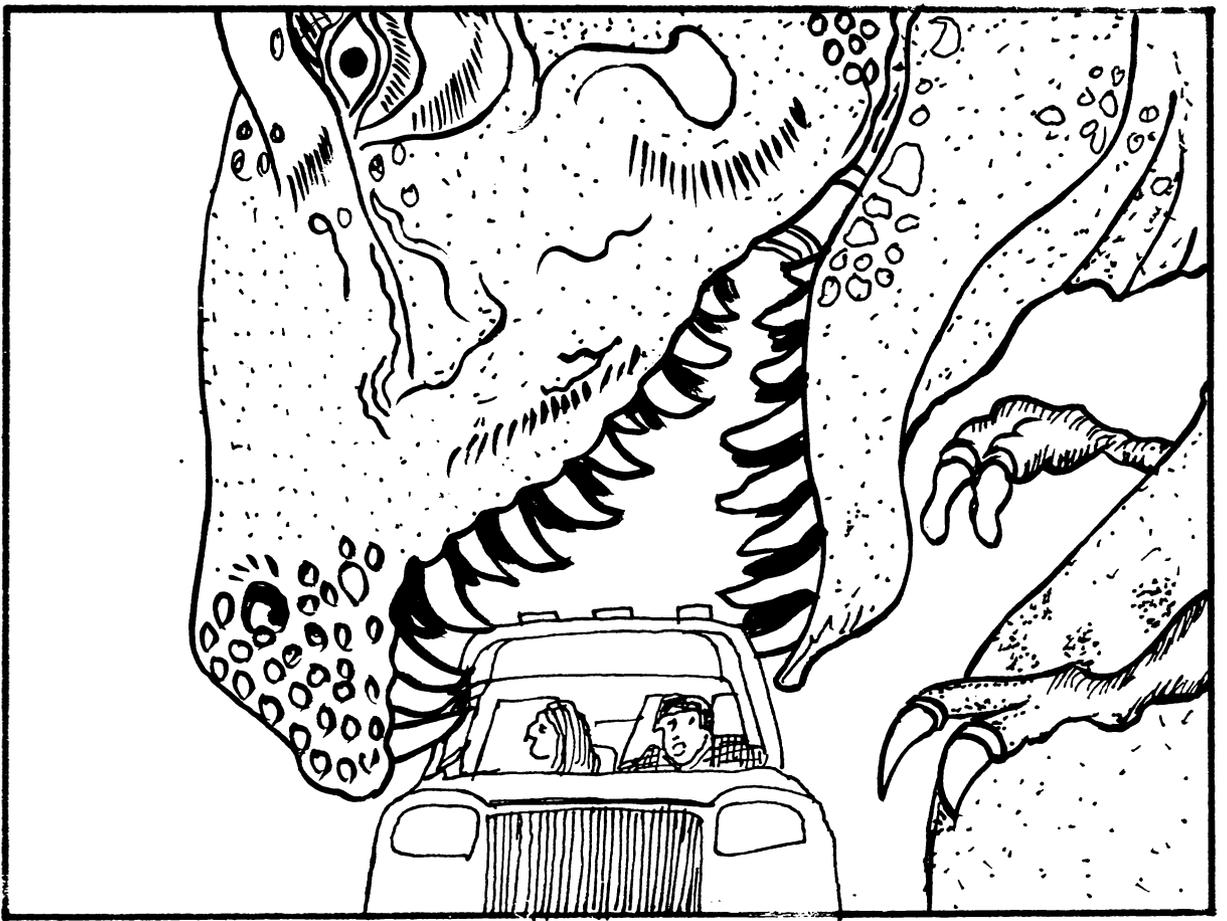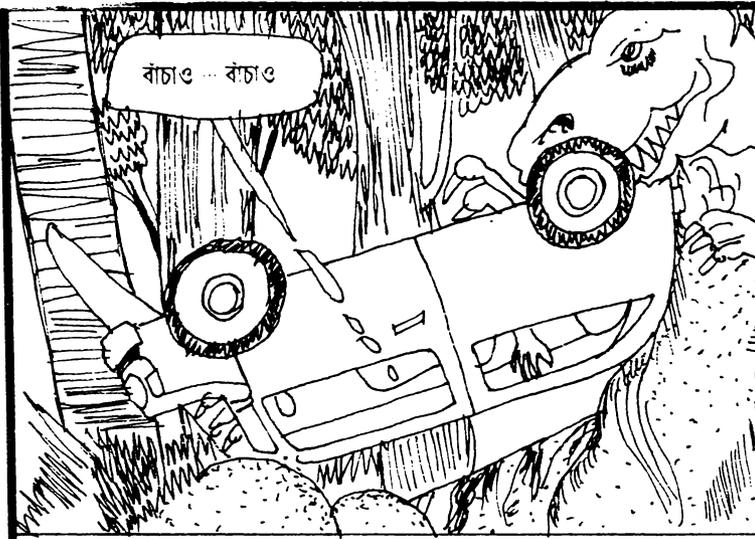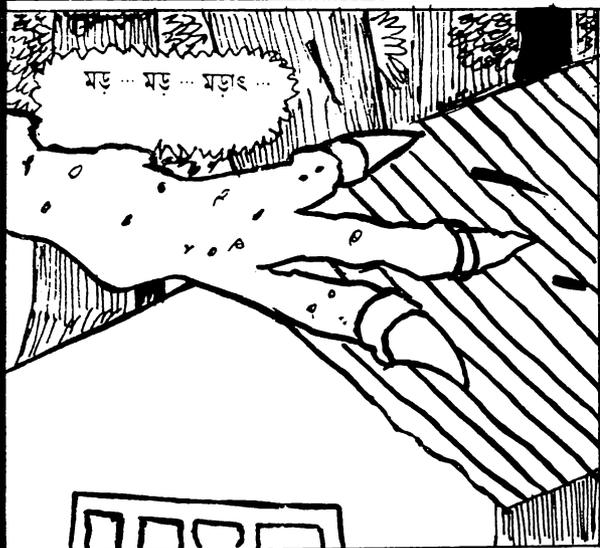
আঙ্কেল ... আঙ্কেল
লেক্স, টিম ...
তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসো
আঙ্কেল ... বেরুতে পারছি ন
ভীষণ লাগছে কোমরে
ওঁয়াউ ... ওঁয়াউ
টিম, একটাও
কথা বলবে না।
শব্দ শুনলেই জন্তুটা
আক্রমণ করবে....
আঙ্কেল ...
ওটা আমাদের দেখতে পাচ্ছে না?
না, ওরা কেবল চলমান জিনিসই দেখতে পায়
একদম নড়বে না ... একটাও কথা বলবে না ... **লেক্স** কোথায়?
ওঁয়াউ ... ওঁয়াউ ...
আঙ্কল
আমি এখানে
গর্ ... র্ ... র্ ......

ওঁ...য়া...উ......
ওঁ...য়া...উ...
লেক্স....
শীগগির
পালাও
আঙ্কল! আঙ্কল!!

আঙ্কেল ...
ভয় পেয়ো না ...
দেখছি কী করা যায়
টিম ...
আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসো
ভাগ্যিস গাছটা ছিল ...
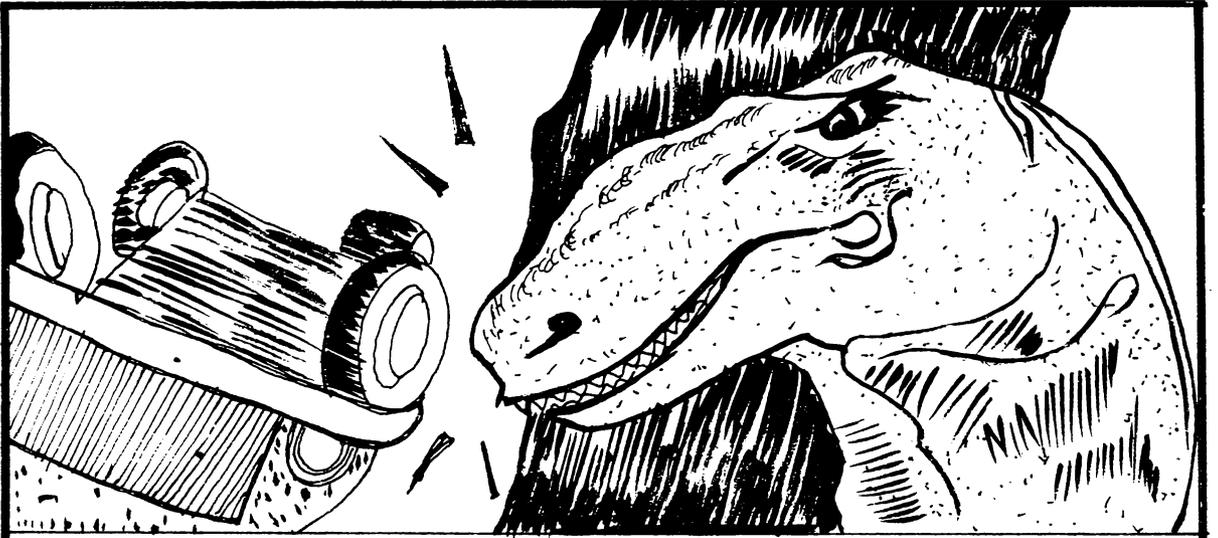
মিঃ হ্যামণ্ডের কোন দায়িত্বজ্ঞান নেই।
লেক্স, টিম, অ্যালান, ম্যালকম…
কারো কোন খবর নেই…কী যে হচ্ছে!
একটু জোরে চালান মালডুন…
রাস্তার ধারে কে যেন পড়ে আছে। ম্যালকম বলে মনে হচ্ছে!
শীগগির চলে আসুন
সেই শয়তানটা আবার আসছে
ওঁয়াউ … ওঁয়াউ …
ওঁয়াউ …
সর্বনাশ! ওটা দেখতে
পেলেই…কেউ বাঁচবে না।
জোরে গাড়ি চালাও মালডুন
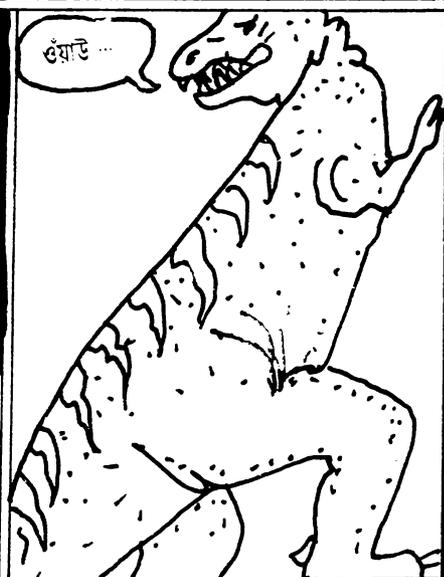
এবড়োখেবড়ো রাস্তা। এ ভাবে গাড়ি চালানো যায়।
জাহাজঘাটটা কোন্ দিকে রে বাবা। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ঐ তো একটা রাস্তা
কি ... চির্ ... র্ ... র্ ...... কিচ চর্ ... র্ ... র্ ...
কে বাবা তুমি? কী বিশ্রী দেখতে... যাও তো বাছা...আমার এখন অনেক কাজ
ইস্, থুতু ছেটাচ্ছে...থুতু নয়তো, যেন গরম পারদ! সব জ্বলে যাচ্ছে...আঃ আঃ
উঃ পেট থেকে সব টেনে বার করে নিচ্ছে...ওহ্! ভগবান...

আর একটু সহ্য করতে হবে ... মনে হয় ভোর হয়ে এলো
আঙ্কেল খুব খিদে পেয়েছে
এভাবে প্রাণীগুলো কিছুতেই বাঁচবে না। লাইসিন ছাড়া কোন প্রাণী বাঁচে না···ওদের রোজই লাইসিন খাওয়ানো হয়··· হতচ্ছাড়া নিড্রিকে পেলে···
মি. হ্যামণ্ড···কমপিউটার বিকল র‍্যাপটরগুলো সব বেরিয়ে এসেছে
আশ্চর্য! আপনি এখনও ওদের কথা ভাবছেন···অথচ বাইরে তিনজন মানুষ কী করছে তা ভাবছেন না?
জানি। কিন্তু আমি ভাবছি ডাইনোসরগুলোকে ফের বন্দী করা যাবে কী করে?
আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে হোত না?
না। আপনি সমস্ত কমপিউটার সিস্টেম বন্ধ করে দিন
সেটা কী ঠিক হবে?
ঠিক বেঠিক ভাবার আর সময় নেই···
আপনি বলছেন, বন্ধ করছি। তবে কাজটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না—

ওরে বাবা এটা কী রে?
ভয় পেও না .. ওরা ব্র্যাকিওসরাস
গরুর মতো নিরীহ প্রাণী
কোন ভয় নেই ... চল এবার
ফেরার রাস্তা খুঁজি
আঙ্কেল ... একটা ডিম।
বাবা, কত বড়।
ডাইনোসরের ডিম!
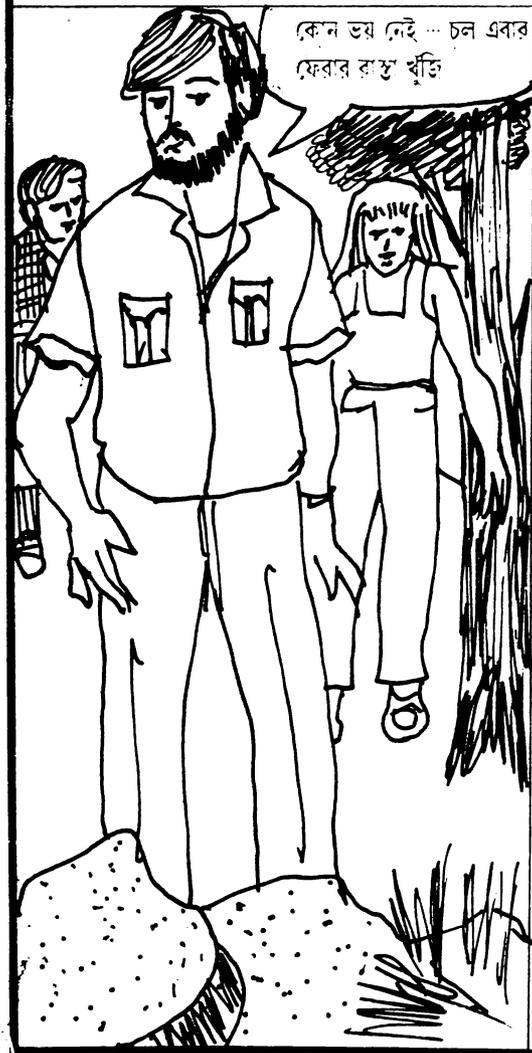
কিন্তু আঙ্কেল, এখানে তো সবাই মেয়ে ডাইনোসরাস। তাহলে ডিম হবে কী ভাবে?
ব্যাপারটা একটু জটিল। তবে সহজ কথায় জেনে রাখ। একে বলা হয় পার্থেনোজেনেসিস। প্রসেস। স্ত্রী পুরুষের মিলন ছাড়াই প্রাকৃতিক নিয়মে কিছু প্রজাতির বাচ্চা হয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই স্ত্রী থেকে পুরুষ হয়ে গেছে এমন ঘটনা বিরল নয় ... এখানেও সেরকম কিছু একটা ঘটেছে! জীবনকে কী বেঁধে রাখা যায়। কমপিউটারেরও তো ভুল হতে পারে ... সে যাক। এখন চলো ...
ওরে বাবা...ওরা কারা...
গ্যালিমাইমাস...
পালাও আঙ্কেল ওরা এদিকেই আসছে
ওরাও পালাচ্ছে...নিশ্চয় কেউ ওদের তাড়া করেছে...ঐ দেখ একটা টি-রেক্স
পালাও আর এখানে নয়
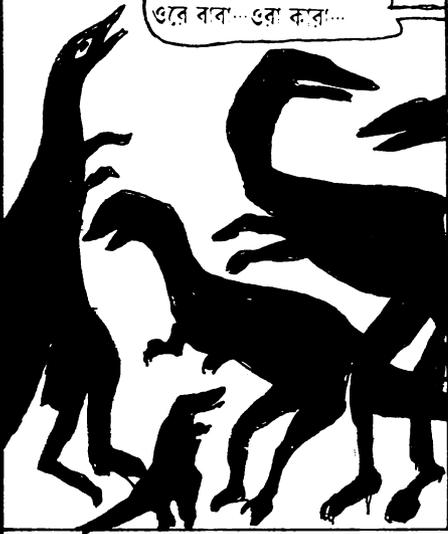
জেনারো এখনও ফিরছে না
কিছু গোলমাল হল না তো···
ভাবার কিছু নেই
দেরি হতেই পারে
এভাবে কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন ?
আমি সুইচিং রুমের দিকে যাই
সঙ্গে রাইফেলটা নিয়ে নিচ্ছি···
জন্তুগুলো যদি আক্রমণ করে···
সে কী ? এত দামী সব জন্তু !
মেরে ফেলবেন ?
আপনার নাতি
নাতনির থেকেও
দামী ? চলুন জেনারো
আমিও যাবো।
মিস্ স্যাটলার, সাবধানে
যাবেন···টি-রেক্সগুলো
প্রচণ্ড হিংস্র
ঠিক আছে আপনিও
সাবধানে থাকবেন
মি: ম্যালকম
তারের বেড়ার ওপাশে সুইচিং রুম
দৌড়ে চলে যান--আমি পাহারা দিচ্ছি

মি: জেনারো
মি: জেনারো
দরজা খুলুন।
মিস স্যাটলার--সিঁড়ি দিয়ে নেমে কুড়ি ফুট এগিয়ে ডানদিকে যাবেন। তারের জাল লাগানো দরজা পাবেন। ভেতরে গিয়ে পাবেন সুইচবোর্ড। আপনি এগোন-- তারপর বলছি
এই তো তারের গেট
বারোটা হাতল আছে। ওগুলো ওপরে তুলে দিন
এটা পেরোলেই মুক্তি কিন্তু তারে বিদ্যুৎ নেই তো!
নাঃ বিদ্যুৎ নেই। তার বেয়ে ওপাশে নামতে হবে।
তাড়াতাড়ি করো। দশ হাজার ভোল্ট। কারেন্ট এসে গেলেই নির্ঘাৎ মৃত্যু...
এবারে চার নম্বরটা তুলুন
ভয় নেই টিম, সাবধানে নেমে এসো।
কররর...

সর্বনাশ! কারেন্ট এসে গেছে মনে হচ্ছে
এবার এগার নম্বর
টিম...ম...ম... ঝাঁপ দাও
বারো নম্বর
আঃ!
উঃ বিশাল ফাঁড়া কাটল
আঙ্কল... টিম বেঁচে আছে তো
অজ্ঞান হয়ে গেছে ভয়ের কিছু নেই—চলো
.এখনও তো কেউ ফিরল না...
হিস্‌স্‌...স্‌...স্‌...
ও কিসের শব্দ
গরর্‌...র্‌...র্‌
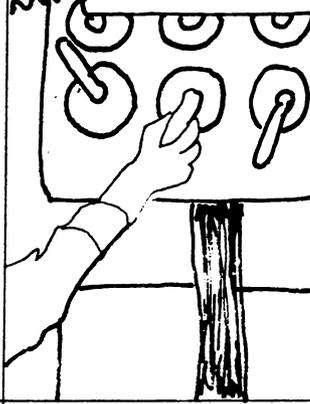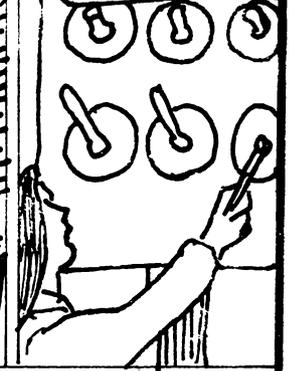
হিস্…স্…স্…
এদিকে আর একটা!
মূর্তিমান শয়তান! এখুনি শেষ করা দরকার!
আঃ আঃ
বাঁচা গেল আলো ফিরে এসেছে!
হিস্…হিস্…স্…
শির্…র্…র্…
মালডুন, আপনি কোথায়? আবার সেই ভয়ংকর আতঙ্ক রাইফেল চালান…
উঃ ভগবান…এ তো মালডুনের কাটা হাত! ও আর বেঁচে নেই… এখন কী করি!
জানি না নিচে কী আছে

সব শেষ! আমার জুরাসিক পার্ক তছনছ হয়ে গেল...এরা সব কে যে কোথায় আছে!
বাচ্চা দুটোই বা কী করছে! সবাই এক সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। কে বাঁচল কে মরল কিছুই জানিনা...সমস্ত কম্পিউটার সিস্টেম নষ্ট করে গেছে। নিড্রি...হতচ্ছাড়া...
কি ভাবছেন মিঃ হ্যামণ্ড, আপনার সাধের পার্ক শেষ? আমি আগেই বলেছিলাম, প্রকৃতির বিরুদ্ধে গেলে সে তার প্রতিশোধ নেবেই...
হয়তো তাই! এখন সবাই ভালোয় ভালোয় ফিরে এলে বাঁচি।
আর কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?
না আঙ্কেল, তবে খুব তেষ্টা পেয়েছে
মনে হচ্ছে রেস্তোরা। তোমরা ভেতরে বসো। আমি আসছি।
ভয় কী? আমি তো এক্ষুনি আসব
আঙ্কেল!!
স্যাটলার, ম্যালকম এরা সব কোথায়?
নাঃ আর বাঁচার উপায় নেই। দরজাটা না খুললেই গেছি।
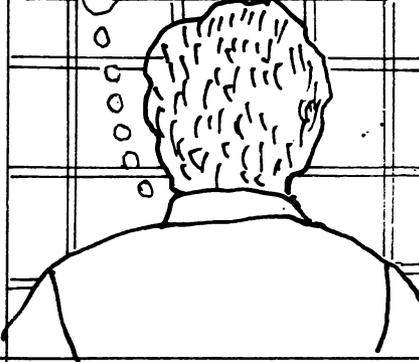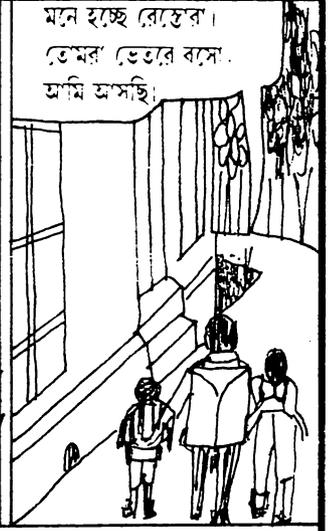
ম্যালকম কী বেঁচে আছে?
স্যাটলারের জন্যেও
চিন্তা হচ্ছে।
আলান...এদিকে এসো না।
শীগগির পালাও
পেছনে ভেলোসিরাপটর
বলার সময় নেই।
তড়াতাড়ি চলো।
সর্বনাশ! বাচ্চা দুটো রেস্তোরায়
রয়ে গেছে...ওদের আনতে হবে।
কিন্তু খালি হাতে যাওয়া সম্ভব নয়।
একটা অস্ত্র চাই
তাহলে এখুনি হেড
অফিসে যাওয়া দরকার
মিঃ হ্যামণ্ড, একটা
রাইফেল চাই...
নইলে বাচ্চা দুটোকে
বাঁচানো যাবে না।
পেট তো ভরল...কিন্তু
আঙ্কেল এখনও আসছে
না কেন?
এতো ব্যস্ত
হচ্ছিস কেন
এখুনি এসে
পড়বে।

লেক্স!! ওটা!
কি হবে টিম্ ওটা কী?
জ্যান্ত ভেলোসির‍্যাপটর
কিন্তু পালাবে কোথায়?
ঝন্...ঝন্...ঝন্...
ওদিকটা বোধহয় রান্নাঘর... চল্...
গরর...গর্...
চলে গেছে বোধহয়
ওরে বাবারে... কোথায় পালাবি লেক্স...
হিস্...স্...স্
ঐ দেখ, ওদিকে আর একটা...

চল দিদি রান্নাঘরেই ঢুকে পড়ি...
ও যে রান্নাঘরেও ঢুকছে!
ক্র্যাক...ক্র্যাক...
এদিকে আর একটা, দরজা ভেঙে ফেলেছে!
এদিকে একটা
ওদিকে আর একটা

চল ঐ দরজা দিয়ে পালাই!
যদি ধরে ফেলে!
কোন শব্দ করবি না! আয়...
একটা কাজ করলে হয়...হাতাগুলো ওদিকে ছুঁড়ে দিই...তাহলে...
ঠন...
ঠন্...ঠনাৎ...
ওঁয়াউ...হিস্...
চল্...পালাই...
বাব্বা, কী অন্ধকার!
অন্ধকারের মধ্যেই পালাতে হবে।
গর...র্...র্...
ওরা এদিকেই আসছে, ঐ সুড়ঙ্গ দিয়ে পালাতে হবে।
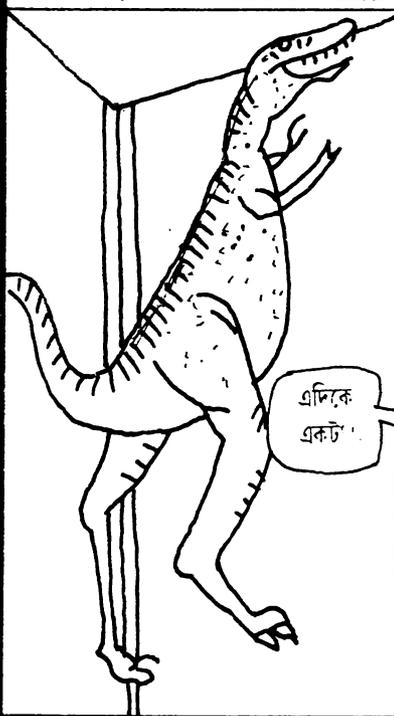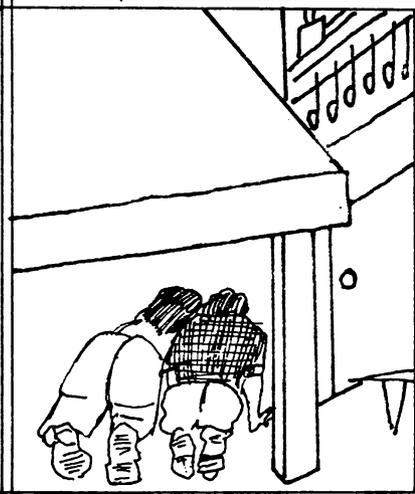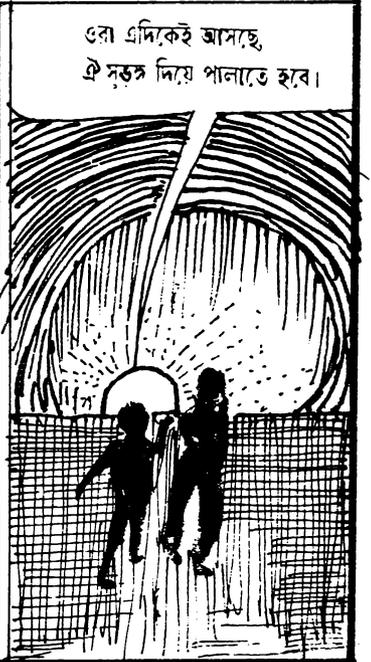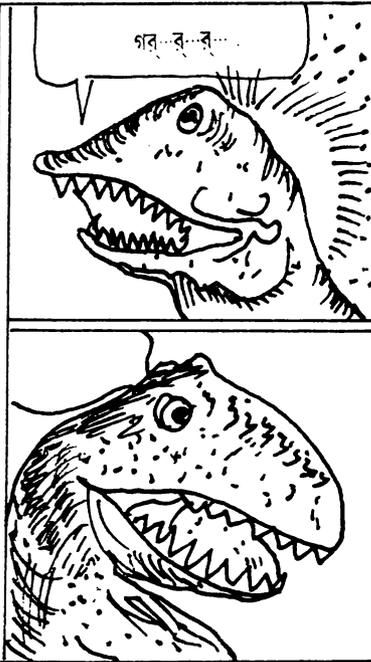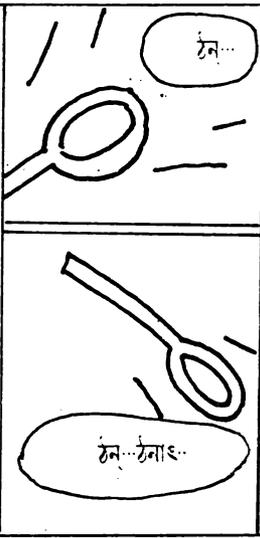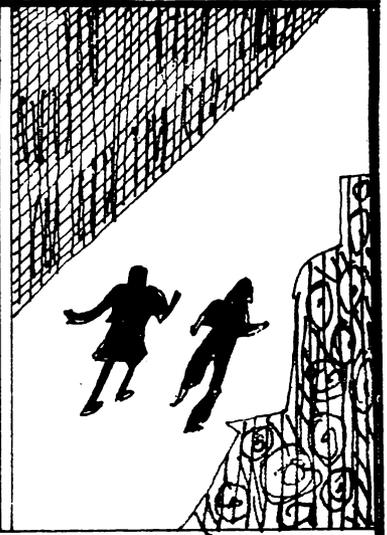
টিম্…সুড়ঙ্গের ঢাকনা নামছে না!
নামাতে হবে না—ছুট্ লাগা…
ওঁয়াউ…ওঁয়াউ…
হিস্…স্…স…
টিম…লেক্স…
ওরা কোথায়?
আঙ্কেল…
আঙ্কেল…
আঙ্কেল…তুমি এসে গেছ…জন্তু দুটো
তাড়া করেছে…দরজা খুঁজে পাচ্ছি না
একটা মই…চল ওপরে
উঠে যাই
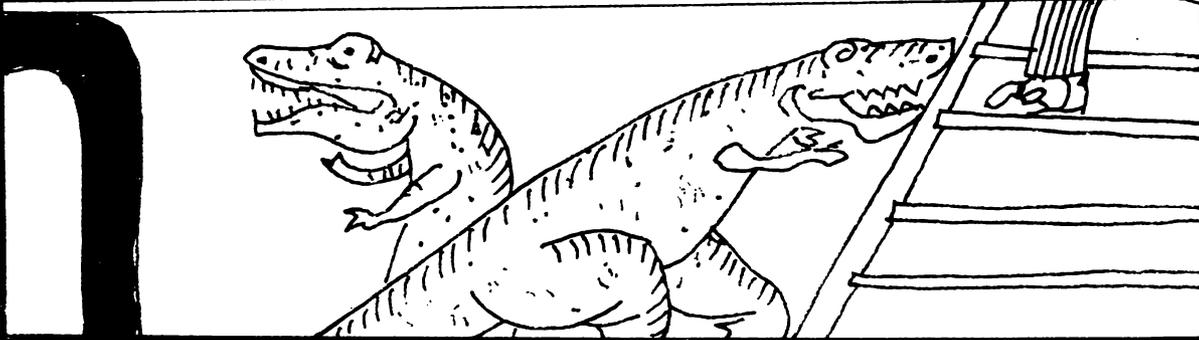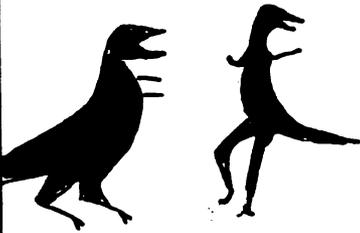
কিন্তু…দরজা বন্ধ হচ্ছে না তো…স্যাটলার
কি হল অ্যালান?
কম্পিউটার সুইচ অন করে দাও… ইলেকট্রনিক রেগুলেটেড লক… নইলে বন্ধ হবে না
দড়াম দড়াম…
তাড়াতাড়ি কর…আমার শক্তি শেষ হয়ে আসছে
স্যাটলার… আর পারছি না…
খুঁজে পাচ্ছি না…চেষ্টা করছি…
গর্‌…র্‌
দড়াম…
দড়াম…
পেয়েছি…দরজা বন্ধ হচ্ছে…
উঃ ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। হ্যামণ্ডকে ধর
মিঃ হ্যামণ্ড…মিঃ হ্যামণ্ড…
হ্যামণ্ড বলছি…আপনারা কোথায়…
কনট্রোল রুম থেকে বলছি
এখান থেকে বেরুবার রাস্তা জিজ্ঞাসা করো…
একটু সামনে গেলেই পাবেন গুপ্ত দরজা…সেটা পার হলেই যাদুঘর…তারপরই প্রধান রাস্তা।

বাচ্চা দুটো ঠিক আছে তো?
হ্যাঁ…সবাই ঠিক আছে একী! কী হোল?
ঝন্…ঝন্…ঝনাৎ গুড়ুম…গুড়ুম…
একটা র‍্যাপটর কাচ ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করছিল…গুলি করেছি…আপনারা বেরিয়ে পড়ুন…কপ্টার রেডি…দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে হবে…এখুনি…
আঙ্কেল, নিচে নামব কী করে? কোন সিঁড়ি নেই।
উপায় নেই…বারান্দা থেকে নিচে ঝাঁপ দাও সাবধানে…
আঙ্কেল…ঐ দেখ
এটা তো সেই ভেলোসিরাপটর…
সর্বনাশ এদিকে যে আর একটা…পালাও…
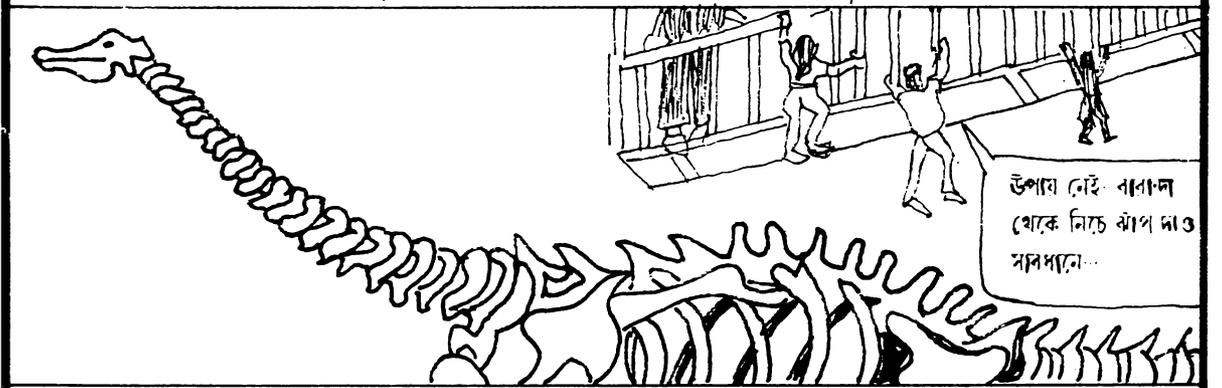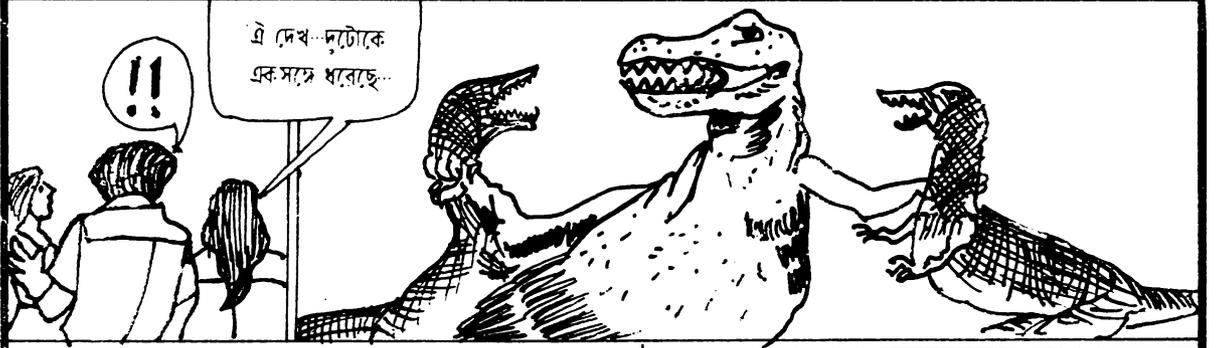
গর...র্...
আর উপায় নেই, পেছনে দুটো র‍্যাপটর সামনে টি-রেক্স্...
!!
ঐ দেখ...দুটোকে এক সঙ্গে ধরেছে...
বড় জন্তুটা ছোট দুটোকে খেতে ব্যস্ত। আমাদের দেখতে পায়নি...এই সুযোগ...নষ্ট করলে আর কেউ বাঁচব না...টিম...লেক্স...লাগাও দৌড়...
যাক, ওরা এসে গেছে
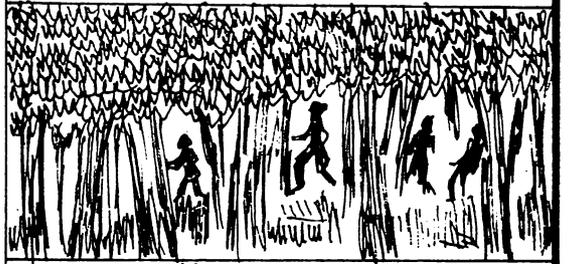
আর এক মুহূর্ত দাঁড়ানো যাবে না। আপনার কপ্টার রেডি? ম্যালকম?
ম্যালকম ঠিক আছে আপনারা উঠে পড়ুন
একটা প্রাণীও বাঁচবে না...লাইসিন ছাড়া কোন প্রাণী বাঁচে না...কে আর ওদের লাইসিন দেবে এরপর?
আমার জুরাসিক পার্ক শেষ...
দুঃখ করবেন না মি হ্যামণ্ড, প্রকৃতির নিয়মে যারা একদিন চলে গেছে তাদের আর ফিরিয়ে না আনাই ভালো...সেটাই নিয়ম
বিদায়...
বিদায় জুরাসিক পার্ক বিদায়...

সমাপ্ত

আমাদের প্রকাশিত শিশুতোষ গ্রন্থমালা সিরিজ
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
ছবিতে টুনটুনির গল্প
ভুতো আর ঘোঁতো
দেবতা আর অসুর
কাজীর বিচার
মহাভারতের কথা
গুপি আর বাঘা
টুনটুনির গল্প
সুকুমার রায়
সওদাগরের মেয়ে
নয় বোনের গল্প
ব্যাঙের রাজা
আবোল তাবোল
খাঁই খাঁই
পালোয়ান
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মহেশ
ফয়েজ চৌধুরী সম্পাদিত
ছবিতে রবীন্দ্রনাথ
ছবিতে নজরুল
ছবিতে গোপাল ভাঁড়
ছবিতে জোকস্
ছবিতে নাসিরুদ্দীনের গল্প
ছবিতে বীরবলের গল্প
ছবিতে বেতাল পঞ্চবিংশতি
ভূত পেত্নী রাক্ষস খোক্কস
পাতাল রেলে পেত্নীর হাসি
পশু পাখির মজার গল্প
ছোঃ কথাসরিৎ সাগরের গল্প
মৎস্য কন্যার দেশে
চক্ররেলে ভূতের কান্না
ভূতের চড়ইভাতি
ভূত ও ভূতের রাজ্য
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল
গবুর গোয়েন্দাগিরি
ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ
ছুটির দিনের মজার গল্প
আমার প্রিয় ছড়া
ফুলকলিদের ছড়া
এসো ছড়া পড়ি
দেশের ছড়া
ইচিং বিচিং
পরিবেশক ঃ সুবর্ণ বইঘর, ঢাকা
স্ক্যান ও এডিটঃ সৈকত